ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি):

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মোরশেদা আক্তার

১৩ নভেম্বর ২০১৭

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি): পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক – গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
মোরশেদা আক্তার
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সহায়তা করার জন্য এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন কমিটির সদস্য, পাণ্ডুলিপি লেখক, সংশ্লিষ্ট সম্পাদক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ, তদারকি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থার প্রতিনিধি ও সংবাদমাধ্যম কর্মী ও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, আউটরিচ ও কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক ড. রেজওয়ানুল আলম, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরামসহ অন্যান্য সহকর্মী, যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯,
৯১২৪৭৯২ ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচি

মুখবন্ধ ৪

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ৫
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ৭
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ৮
১.৪ গবেষণার আওতা ৮
১.৫ গবেষণা পদ্ধতি ৮
১.৬ গবেষণার সময়কাল ৮
১.৭ প্রতিবেদন কাঠামো ৮

***দ্বিতীয় অধ্যায়:* এনসিটিবি'র প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো ১০**
২.১ এনসিটিবি'র ইতিহাস ১০
২.২ এনসিটিবি পরিচালনায় আইনি কাঠামো ১০
২.৩ এনসিটিবি'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ১১
২.৪ এনসিটিবি'র কার্যক্রম ১১
২.৫ এনসিটিবি'র জনবল ১২
২.৬ প্রশিক্ষণ ১২
২.৭ এনসিটিবি'র গঠিত বিভিন্ন কমিটি ১২

***তৃতীয় অধ্যায়:* পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও বিদ্যমান সমস্যা ১৪**
৩.১ পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়া ১৪
৩.২ পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ১৭
৩.৩ উপসংহার ২২

***চতুর্থ অধ্যায়:* প্রকাশনা প্রক্রিয়া ও বিদ্যমান সমস্যা ২৩**
৪.১ এনসিটিবি'র পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা প্রক্রিয়া ২৩
৪.২ মুদ্রণ কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি ২৭
৪.৩ পাঠ্যবইয়ে ভুল রোধে সম্প্রতি এনসিটিবি কর্তৃক গৃহীতি ব্যবস্থা ৩০
৪.৩ উপসংহার ৩১

***পঞ্চম অধ্যায়:* পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ ও প্রভাব ৩২**
৫.১ এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ ৩২
৫.২ সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ ৩৪
৫.৩ পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সুশাসনের ঘাটতির প্রভাব ৩৫
৫.৪ উপসংহার ৩৫

***ষষ্ঠ অধ্যায়:* উপসংহার ও সুপারিশ ৩৬**
৬.১ উপসংহার ৩৬
৬.২ সুপারিশ ৩৬

তথ্যসূত্র ৩৮
পরিশিষ্ট ৩৯

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। টিআইবি দেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি, চ্যালেঞ্জ ও তার উত্তরণে করণীয় সম্পর্কে বহুমুখী গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বর্তমান সরকার দক্ষ ও উন্নত মানবসম্পদ গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বাংলাদেশকে সফল মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থায় ডিজিটাইজেশন, বছরের প্রথম দিনে নতুন বই বিতরণ নিশ্চিতকরণ, নতুন পাঠদান ও পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং শিক্ষা পদ্ধতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংযোজন, সংশোধন ও পরিবর্ধন, গ্রেডিং সিস্টেম ও সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তন, খসড়া শিক্ষা আইন প্রণয়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এসব ইতিবাচক উদ্যোগ সত্ত্বেও শিক্ষা খাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতি বিদ্যমান। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও এর ওপর বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এবং শিক্ষাখাতে টিআইবি'র চলমান গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয় যেখানে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ, পাঠ্যবই লেখার মতো 'বিশেষায়িত' বিষয়কে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া, কমিটির সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দলীয় রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রভাব ইত্যাদি লক্ষ করা যায়। পাঠ্যবই প্রকাশনা প্রক্রিয়ায় কার্যাদেশ প্রদানে দুর্নীতি ও অনিয়ম, বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বে অবহেলা এবং অবৈধ আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায়, এনসিটিবি'র সক্ষমতা ও পেশাগত দক্ষতার ঘাটতি, মন্ত্রণালয়-এনসিটিবি ও লেখক-সম্পাদক সমন্বয়ের ঘাটতি, এবং পরিদর্শন ও তদারকিতে ঘাটতি ইত্যাদি বিদ্যমান বলে পরিলক্ষিত হয়। গবেষণালব্ধ তথ্য ও বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে এনসিটিবি, সরকার-সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য অংশীজনের বিবেচনার জন্য টিআইবি একগুচ্ছ সুপারিশ প্রণয়ন করেছে।

গবেষণার খসড়া প্রতিবেদনটি ২০১৭ সালের ২২ মে ও ১৪ জুন এনসিটিবি কার্যালয়ে এনসিটিবি'র সদস্য ও কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থাপন করা হয়। তাঁদের মূল্যবান মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধতর করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও মতামত দিয়ে সহায়তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন, গণমাধ্যম কর্মী ও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক মোরশেদা আক্তার। তথ্য সংগ্রহের কাজে তাকে সহায়তা করেছেন নাজমুল হুদা মিনা, মোস্তাফা কামাল ও শহিদুল ইসলাম। টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান প্রতিবেদন প্রণয়নে প্রতিটি পর্যায়ে বিভিন্নভাবে গবেষককে পরামর্শ দিয়েছেন। প্রতিবেদনটি সম্পাদনা, পরিমার্জন ও মতামত প্রদানের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়া প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ প্রতিবেদনের যে কোনো বিষয়ে পাঠকের মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

অধ্যায় এক

ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

শিক্ষা মানুষের একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার।[১] বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে জীবনধারণের অন্যতম মৌলিক উপকরণ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।[২] শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশে শিক্ষাকে একটি অন্যতম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষাখাতে সরকারের বর্তমান অগ্রাধিকার হচ্ছে বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্তকরণের নিম্নহার রোধ করা, বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ে ধনী ও গরীবের মধ্যে পার্থক্য কমানো, দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যাগত ও গুণগত লক্ষ্য নির্ধারণ – শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের অনেক বিষয়ের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রমে ঐক্য সাধনের প্রচেষ্টা গ্রহণ (সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৫-১৬-২০১৯-২০,[৩] দক্ষ ও নৈতিকভাবে শক্তিশালী মানসম্মত জনবল উন্নয়নের জন্য সকল পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা (জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০১০-২০২১),[৪] এবং সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো (জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র)[৫]। শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যতম মূল লক্ষ্যগুলো হল সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, ধনী ও গরীবের মধ্যে শিক্ষার পার্থক্য দূরীকরণ, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ একটি নতুন প্রজন্ম তৈরি করা, এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষার গুণগতমান ও সমতা বাড়ানো (রূপকল্প ২০২১)।[৬] আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) অন্যতম লক্ষ্য অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে সকল শিশুর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ।[৭]

শিক্ষার মানোন্নয়নে ও সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার যেসব নীতিনির্ধারণী পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলোর মধ্যে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' অন্যতম।[৮] এই নীতিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং শিক্ষার মানোন্নয়নকে সর্বাধুনিক করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে[৯] এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার বিষয়বস্তু বা কারিকুলাম ও চাহিদা অনুয়ায়ী বাস্তবানুগ করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।[১০] ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশের আলোকে ২০১৬ সালে শিক্ষা আইন, ২০১৬ (খসড়া) প্রণয়ন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে মতামত বা পরামর্শের জন্য তা প্রকাশ করা হয়েছে, খসড়া আইনে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও মুদ্রণ বিষয়ে বিধান রাখা হয়েছে[১১] এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান রাখা হয়েছে।[১২] ইতোমধ্যে প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাক্রম

---

[১] *সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র*, অনুচ্ছেদ ২৬।

[২] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (পঞ্চদশ সংশোধনী), অনুচ্ছেদ ১৫ (ক)। এখানে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়: (ক) অন্ন, বস্ত্র, আয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা।"

[৩] পরিকল্পনা কমিশন, *সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৫/১৬-২০১৯/২০)*, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর ২০১৬।

[৪] পরিকল্পনা কমিশন, *জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১)*, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মে ২০১৩, পৃ ৬২।

[৫] মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, *সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল*, সুপারিশ নং ২, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর ২০১২।

[৬] Planning Commission, Perspective Plan of Bangladesh (2010-2012): Making Vision 2021 A Reality, General Economics Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, April 2012.

[৭] United Nations, The Millennium Development Goals Report (2015).

[৮] জাতীয় সংসদে ২০১০ সালের ডিসেম্বরের ৭ তারিখে সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হয়। দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সার্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে এমন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে এ শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হয়। তাছাড়া, শিক্ষার দক্ষতা বৃদ্ধি ও সৃজনশীল চিন্তার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি, ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীর মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ, এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলীর বিকাশ ঘটানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়া ও শিক্ষার মান অর্জনের জন্য গাইহ বই, নোট বই, প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের এসবের অপকারিতা বিষয়ে সচেতন করার কথাও বলা আছে এ নীতিতে। সূত্র: আক্তারুজ্জামান, ম., 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০: প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা', ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২, বিস্তারিত জানতে দেখুন, http://opinion .bdnews24.com/bangla/archives/6225 (১৭ জানুয়ারি ২০১৭)।

[৯] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার (২০১৪)*, প্যারা ৯.৩।

[১০] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার (২০১৪)*, প্যারা ৯.৪।

[১১] শিক্ষা আইন, ২০১৬ খসড়া ৫৩ (১) নং ধারা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ক্ষেত্র অনুযায়ী কেবল পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পাঠসহায়ক সামগ্রী প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করিবে এবং পাঠ্যপুস্তক মুদ্রন ও বিতরণের জন্য সরকার একটি পৃথক 'কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করিবে।

[১২] *খসড়া শিক্ষা আইন, ২০১৬*, ধারা ৫৪ (১)।

প্রণয়ন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। উক্ত শিক্ষাক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে উল্লিখিত স্তরের পাঠ্যপুস্তক। আবার, সরকার কর্তৃক দেশব্যাপী প্রাথমিক, এবতেদায়ি, মাধ্যমিক ও দাখিল স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের মতো কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকার প্রতি অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে ১০ শতাংশেরও অধিক বরাদ্দ রাখছে।[১৩] এসব উদ্যোগ গ্রহণের ফলে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই এমডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যার সমতা অর্জন, উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রয়াসের সাথে যুক্ত হওয়া ডিজিটাল ক্লাসরুম ও ডিজিটাল কনটেন্ট প্রভৃতি শিক্ষা ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনে সহায়ক হয়েছে।[১৪]

বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসারে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, পরিমার্জন এবং এর আলোকে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখন-শেখানো সামগ্রী উন্নয়ন, প্রকাশ ও বিতরণ করে শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এনসিটিবি ১৯৮৩ সাল হতে বিনামূল্যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে নির্ধারিত কয়েকটি বিষয়ের বই (অর্ধেক নতুন অর্ধেক পুরনো) বিতরণের পরিবর্তে ২০০৯ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মূলত সরকার সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, ঝরে পড়া রোধ ও শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে ২০০৯ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়। এছাড়া ২০১০ সাল হতে সরকারের একটি নীতি অনুযায়ী ইংরেজি বছরের প্রথম দিনে (১ জানুয়ারি) বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের জন্য নির্ধারণ করা হয় এবং এ দিনটি বই উৎসব পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এরই অংশ হিসেবে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে সারা দেশে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ৪ কোটি ২৬ লাখ ৩৫ হাজার ৯২৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনা মূল্যে ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার ২৪৫টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করে[১৫]; এর জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ১ হাজার ৯১ কোটি টাকা।[১৬] ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে প্রথমবারের মতো শিক্ষকদের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পদ্ধতি সমাধানের গাইডলাইন ও প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য ৬০ লাখ ১ হাজার ২৪টি ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য ৪৬ লাখ ৬৬ হাজার ৬৬৪টি গাইড বই তৈরি ও বিতরণ করে।[১৭] ২০১৭ সাল পর্যন্ত এনসিটিবি মোট ২৫ কোটি ৪৩ লক্ষ ১ হাজার ১ শত ২৮টি বই মুদ্রণ ও বিতরণ করে।

সারণি ১: এনসিটিবি কর্তৃক বিনামূল্যে সরবরাহকৃত পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা ও এ খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ (২০১০ - ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ)

শিক্ষাবর্ষ	স্তরের নাম	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	সরবরাহকৃত পুস্তক (সংখ্যা)	মোট ব্যয় (কোটি টাকা)
২০১০	প্রাথমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন), মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন), ইবতেদায়ী, দাখিল (ভোকেশনাল), এসএসসি (ভোকেশনাল)	২,৭৬,৬২,৫২৯	১৯,৯০,৯৬,৫৬১	৪৫০.১১
২০১১		৩,২২,৩৬,৩২১	২৩,২২,২১,২৩৪	৬০৮.২৬
২০১২		৩,১২,১৩,৭৫৯	২২,১০,৬৮,৩৩৩	৬২৮.৯২
২০১৩		৩,৬৮,৮৬,১৭২	২৬,১৮,০৯,১০৬	৬৭০.৭৭
২০১৪		৪,৩৩,৫৩,২০১	৩১,৭৮,১২,৯৬৬	৭৬১.৮৫
২০১৫		৪,১৭,৯২,৪৩৫	৩২,০২,৩৬,৮৪৪	৭৪২.৯৫
২০১৬		৩,৯১,৯৪,৯০৩	৩৩,৩৭,৬২,৭৬০	৮০৫.০০
২০১৭		৪,২৬,৩৫,৯২৯	৩৬,২১,৮২,২৪৫	১,০৯১.০০

তথ্যসূত্র: এনসিটিবি, ২০১৭।

এনসিটিবি শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য আধুনিক ও সময়োপযোগী শিক্ষাক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তক তৈরি করছে। এরই প্রেক্ষিতে ১৭ বছর পর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে দেশে শিক্ষাক্রম শুরু করে। শিক্ষাক্রম অনুযায়ী 'যুগের সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের জীবনমুখি ও নৈতিক শিক্ষা দিতে ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে শিক্ষাক্রম চালু করা হয়।'[১৮] ১৯৯৫ সালে প্রণীত শিক্ষাক্রমকে যুগোপযোগী করে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নতুন কারিকুলামে ১১১টি নতুন বই লেখা এবং উক্ত নতুন বই প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ সকল ধারার শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

[১৩] শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন বাজেটে গত পাঁচ বছরে বরাদ্দ ছিল ২০১৬-২০১৭ সালে ১৫.৫%।

[১৪] শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১৩, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

[১৫] *দৈনিক প্রথম আলো,* ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬।

[১৬] *দৈনিক কালের কণ্ঠ,* ৯ জানুয়ারি ২০১৭।

[১৭] *দৈনিক প্রথম আলো,* ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬।

[১৮] বিডি নিউজ ২৪.কম, ১৮ নভেম্বর ২০১২।

কিন্তু শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিখন-শেখানো সামগ্রী তৈরি ও পরিচালনায় বিগত কয়েক বছর ধরে এনসিটিবি'র কার্যক্রম পরিচালনায় সমালোচনা ও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করার অভিযোগ রয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে বানান ভুল, মৌলিক কবিতার পঙক্তি পরিবর্তন, লেখক-সম্পাদক-বিশেষজ্ঞের অজ্ঞাতে শিক্ষাক্রম পরিবর্তন না করে লেখা পরিবর্তন-পরিমার্জন ও বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞের দক্ষতার ঘাটতিজনিত কারণে পাঠ্যবইয়ে তথ্যগত ও বানান ভুল, পাঠ্যবইয়ের দরপত্র কার্যক্রমে স্বচ্ছতার ঘাটতি, বিনামূল্যের পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত কাগজ ক্রয়ে বিএসটিআই হতে সিএম লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক হলেও দরপত্রে উল্লেখ না করা, বিনামূল্যের পাঠ্যবইয়ে নিম্নমানের কাগজ ব্যবহার, কাগজের মান নিয়ন্ত্রণে সঠিক তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা না করা, সঠিক সময়ে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহে ব্যর্থতা প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা নিয়ে বিভিন্ন সময় প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। বিগত শিক্ষাবছরগুলোতে জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সংবাদ ও গণমাধ্যমে পাঠ্যবইয়ের ভুল ও বিকৃতির অভিযোগ পর্যালোচনায় কমিটি গঠন এবং পরবর্তী বছরে পরিমার্জনের দায়িত্ব প্রদান করে দায়িত্ব পালন করছে।

এনসিটিবি'র প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন উত্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে এনসিটিবি নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়:

- প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন শ্রেণির ৮টি বই প্রকাশনায় দুর্নীতির অভিযোগে এনসিটিবি ১৭টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করে ও ৪টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে (ডিসেম্বর ২০০১)। মামলাগুলো এখনো আদালতে চলমান রয়েছে, দুইটি মামলা আপিল বিভাগে শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে।
- ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে এনসিসিসি সভাপতির কবিতা অন্তর্ভুক্তি এবং প্রখ্যাত কবির কবিতা বাদ দেওয়ার কারণ অনুসন্ধানে এনসিটিবি কর্তৃক তদন্ত কমিটি গঠন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক তদন্ত কমিটি গঠন (মে ২০১৩)। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির ৩৪তম সভায় বাদ দেওয়া কবিতা অন্তর্ভুক্তির জন্য সভাপতি কর্তৃক সুপারিশ প্রদান (মে ২০১৩)।
- বানান ও তথ্যগত ভুল, বইয়ের ছাপা ও কাগজের নিম্নমানের জন্য এনসিটিবি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় শুদ্ধিপত্র প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে (সেপ্টেম্বর ২০১৩)। শুদ্ধিপত্র জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এনসিটিবি'র তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয় এবং ২০১৪ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকে যাবতীয় সংশোধন করা হয়।
- পাঠ্যপুস্তকে ভুলের পেছনে দায়ীদের চিহ্নিত করার জন্য এক সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয় (ফেব্রুয়ারি ২০১৬)।
- মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে অবহেলা ও অনৈতিক ভূমিকার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে তিনবছরের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় (জুলাই ২০১৬)। পরবর্তীতে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন ও অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠানকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়।

ভুল ও বিকৃতি বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী সংবাদ মাধ্যমে ভুলত্রুটি এবং জড়িত ব্যক্তিদের সম্পর্কে এবং ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে বিলম্ব ও গাফিলতির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন।[১৯] তবে বিভিন্ন বিশ্লেষকের মতে এনসিটিবির এই কর্মকাণ্ড বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়, এটি সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। তবে সরকারের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ও গৃহীত পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ইতিবাচক পরিবর্তন দৃশ্যমান হলেও শিক্ষা খাতে অর্জন নিয়ে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আবার, এনসিটিবি'র কাজের পরিমাণের সাথে সময়মতো বই বিতরণ একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপনীত হয়েছে যা এনসিটিবিতে একধরনের চাপ সৃষ্টি করছে বলে ধারণা করা হয়।[২০]

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এনসিটিবি'র পুস্তক রচনা ও প্রকাশনা নিয়ে গণমাধ্যমসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। গণমাধ্যমে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও তা নিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের গুরুত্ব না দেওয়া ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করা, এক মন্ত্রণালয়ের অন্য মন্ত্রণালয়ের ওপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া[২১] এবং সংবাদ সম্মেলন করে সংঘটিত বিষয়ের বিবৃতি প্রদান ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহ দেশের জনগণকে অবহিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা যায়।[২২] বিগত শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যবইয়ে ভুল সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রাণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১৬তম বৈঠকে "প্রায় প্রতি বছর পাঠ্যবইয়ে ভুল ধরা পড়েছে, এটি কখনো কাম্য হতে পারে না, এসব ভুলে ভরা মানহীন বইয়ে শিক্ষার্থীদের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হচ্ছে" বলে উল্লেখ করা হয়।[২৩] এছাড়াও

[১৯] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

[২০] মুখ্য তথ্যদাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭।

[২১] *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১০ জানুয়ারি ২০১৭।

[২২] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১০ জানুয়ারি ২০১৭।

[২৩] প্রিয়.কম, ৮ জুলাই ২০১৫।

জাতীয় সংসদে একজন স্বতন্ত্র সাংসদ শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করে প্রশ্ন রাখেন, "ভুলে ভরা এ ধরনের বই কীভাবে ছাপানো হল"?[২৪] তবে বহুল আলোচিত হলেও কীভাবে ও কোন পর্যায় থেকে এসব ভুল ও অনিয়ম হচ্ছে, এ প্রক্রিয়ায় কারা জড়িত, সরকারের পক্ষ থেকে কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ গবেষণার অপ্রতুলতা রয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। টিআইবি যে পাঁচটি সেবা খাতকে প্রাধান্য দিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধানে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার মধ্যে শিক্ষা খাত অন্যতম। শিক্ষা খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণার ধারাবাহিকতায় এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সুশাসনের ঘাটতিজনিত কারণ অনুসন্ধানে এই গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্য এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা সংক্রান্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা করা;
২. এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও সরবরাহ প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা;
৩. এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও কারণ চিহ্নিত করা; এবং
৪. পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

১.৪ গবেষণার আওতা

এ গবেষণায় এনসিটিবি'র গঠন ও কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আইনি ও নীতি কাঠামো, এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ব্যবস্থাপনা ও বিতরণ প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত।

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

এটি মূলত গুণবাচক তথ্য বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা। গবেষণার পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এনসিটিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন কমিটির সদস্য, পাণ্ডুলিপি লেখক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ, সংশ্লিষ্ট চিত্র সম্পাদক, তদারকি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, দাতা সংস্থার প্রতিনিধি, এবং সাংবাদিকের সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন প্রকাশনা ও প্রতিবেদন, সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণ-মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনার করা হয়েছে।

গবেষণা সম্পন্ন হওয়ার পর ২০১৭ সালের ২২ মে ও ১৪ জুন গবেষণার ফলাফল এনসিটিবি'র সদস্য ও কর্মকর্তাদের সাথে উপস্থাপন করার মাধ্যমে তাদের মতামত নেওয়া হয়েছে। এসব মতামতের ওপর ভিত্তি করে কিছু তথ্য-উপাত্ত হালনাগাদ করা হয়েছে এবং কোনো কোনো তথ্য আবার যাচাই করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে এ প্রতিষ্ঠানের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান পরিস্থিতির একটি চিত্র উপস্থাপন করে।

১.৬ গবেষণার সময়কাল

২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.৭ প্রতিবেদন কাঠামো

এই প্রতিবেদন ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার আওতা, গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণার সময়কাল বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এনসিটিব'র ইতিহাস, এনসিটিবি পরিচালনায় আইন ও নীতি, বোর্ডের

[২৪] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, কার্যক্রম, জনবল, প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন কমিটি গঠন ও কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও বিদ্যমান সমস্যা আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে এনসিটিবি'র পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা প্রক্রিয়া ও বিদ্যমান সমস্যা আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ ও প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও বিদ্যমান সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

অধ্যায় দুই

এনসিটিবি'র প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো

বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত কার্যক্রমে এনসিটিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এনসিটিবি'র বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে প্রথমেই এর আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, কর্ম পরিধি, জনবল, বাজেটসহ বিভিন্ন বিষয়ে জানা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে এনসিটিবি কার্যালয়ের আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, জনবল, কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২.১ এনসিটিবি'র ইতিহাস[২৫]

অবিভক্ত বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন শুরু ১৮১৭ সালে কলকাতা বুক সোসাইটির হাত ধরে। পরবর্তীতে কালিচরণ মিত্র থেকে শুরু করে ১৮৫৬ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাঠ্যবই তৈরির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'পূর্ববঙ্গ স্কুল টেকস্টবুক কমিটি' গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে টেকস্টবুক আইন পাশ হয় এবং আইন অনুযায়ী 'স্কুল টেকস্টবুক বোর্ড' নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৬, ১৯৬১ এবং ১৯৬৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্নভাবে পুনর্গঠিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত 'বাংলাদেশ স্কুল টেকস্টবুক বোর্ড' ১ম থেকে ১০ম শ্রেণির সকল বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনর্লিখনের কাজ করেছে। ১৯৭৮ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষাক্রমের ওপর ভিত্তি করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজ শুরু করে। ১৯৮১ সালে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য 'জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র (এনসিডিসি)' নামে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজে সমন্বয় সাধনের জন্য পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ স্কুল টেকস্টবুক বোর্ড এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্রকে একীভূত করে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' গঠিত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব এনসিটিবি'র সার্বিক তদারকি করে থাকেন। উল্লেখ্য, ১৯৫৪ সালে তৈরি 'টাইগার ম্যানশন' নামে পরিচিত ভবনে এটি অবস্থিত। পুস্তক প্রকাশনার সংখ্যা বিবেচনায় এটি এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রকাশনা সংস্থা।

২.২ এনসিটিবি পরিচালনায় আইনি কাঠামো

২.২.১ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩

বাংলাদেশে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ১৯৮৩ সালের অক্টোবরে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩ প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্বের অধ্যাদেশ সংশোধন করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (সংশোধন) আইন ২০১০ প্রণীত হয়। এ আইনে (১) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া; (২) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কার্যক্রম; এবং (৩) বিভিন্ন কমিটি গঠনের নিয়ম – সদস্যদের সংখ্যা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কমিটি গঠন প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

২.২.২ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সার্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে এমন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে ৭ ডিসেম্বর ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত ও প্রবর্তিত হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গঠন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে নীতিমালা, এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২.২.৩ পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা সংক্রান্ত আইনি ও নীতিগত সীমাবদ্ধতা

এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা সংক্রান্ত আইন ও নীতি পর্যালোচনা করে নিচের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা যায়।[২৬]

১. শিক্ষাক্রম ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের কোনো নীতিমালা নেই।
২. পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ বিষয়ক দিক নির্দেশনার ঘাটতি বিদ্যমান।
৩. এখন পর্যন্ত 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩' এর কোনো বিধিমালা প্রণীত হয় নি, নির্বাহী আদেশের ভিত্তিতে এনসিটিবি'র কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

[২৫] http://www.moedu.gov.bd/site/page/080eeb17-66f1-4f2f-8c8e-b08bda1718bf/1, ১২ জুন ২০১৭।

[২৬] আইন পর্যালোচনা এবং মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে।

৪. বর্তমান আইনে জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) এবং শিক্ষাক্রম কমিটির (কারিকুলাম কমিটি) কোনো উল্লেখ করা হয় নি, যদিও শিক্ষাক্রম তৈরি ও পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন এসব কমিটি করে থাকে। এসব কমিটি মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী আদেশে গঠন করা হয়।

৫. সিলেবাস কমিটি ও টেক্সট বুক কমিটির সদস্যদের মেয়াদের উল্লেখ করা হয় নি। উল্লেখ্য, নতুন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পুরানো কমিটি কাজ করে থাকে।

৬. আইনের বিভিন্ন ধারার সুযোগে এনসিটিবি'র ওপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি রয়েছে।

২.৩ এনসিটিবি'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

এনসিটিবি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণের সমন্বয়ে এ প্রতিষ্ঠানের বোর্ড গঠিত হয় এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এনসিটিবি সদস্য শিক্ষাক্রম (মাধ্যমিক) এর অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান, তদারকি ও বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা প্রদান, সদস্য শিক্ষাক্রম (প্রাথমিক) এর অধীনে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান, তদারকি ও বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা প্রদান, সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) এর অধীনে পাঠ্যবই উৎপাদন, বিতরণ, কাগজ ক্রয় ও সম্পাদনা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, তদারকি ও বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশনা প্রদান, এবং সদস্য (অর্থ) এর অধীনে বোর্ডের আর্থিক বিষয়াদি পরিচালিত হয়। এছাড়া সরকার নির্ধারিত সচিব বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদনাসহ চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের কার্যক্রমের সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন।

চিত্র ১: এনসিটিবি'র কাঠামো

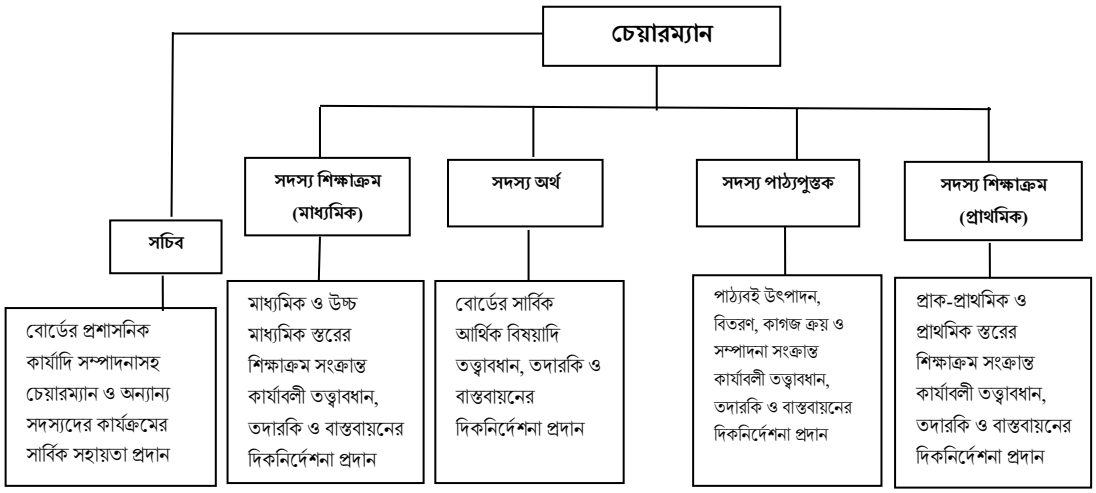

২.৪ এনসিটিবি'র কার্যক্রম

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩[২৭] অনুযায়ী বোর্ড নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে;

- বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ও সিলেবাস নিরীক্ষণ ও সংস্কারের পরামর্শ প্রদান;
- বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম, সিলেবাস এবং পাঠ্যপুস্তকের কার্যকরতা যাচাই এবং মূল্যায়ন করা;
- পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের ব্যবস্থা করা;
- পাঠ্যপুস্তক, পুরস্কারের জন্য বই, লাইব্রেরির জন্য বই এবং রেফারেন্স বই অনুমোদন করা;
- দান ও অনুদান সরবরাহের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃত বিষয়ক কর্মকাণ্ড উৎসাহিত করা;
- দরিদ্র ও যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমন শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা;
- সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা;
- নতুন প্রণীত শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখন-শেখানো সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহার ও গুণগত মানের ওপর ট্রাই-আউট করা;
- ট্রাই-আউট এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদির ওপর ভিত্তি করে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখন-শেখানো সামগ্রীর পরিমার্জন ও সংস্কার করা;
- বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক প্রণীত উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন ও অনুমোদন করা;

[২৭] *জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩*, ধারা ৯।

- প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখন-শেখানো সামগ্রী মুদ্রণ, বাঁধাই, পরিবহন ও উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সরবরাহ করা।

২.৫ এনসিটিবি'র জনবল

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে মোট জনবল ৩১১ জন।[২৮] প্রথম শ্রেণিতে কর্মকর্তার বিপরীতে শূন্য পদের শতকরা হার ৫.২ ভাগ, দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার বিপরীতে শূন্য পদের শতকরা হার ৬৬.৭ ভাগ, তৃতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার বিপরীতে শূন্যপদের শতকরা হার ৬২.৪ ভাগ, এবং চতুর্থ শ্রেণির শূন্যপদের শতকরা হার ৩৮.৫ ভাগ। এনসিটিবিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মোট শূন্যপদের শতকরা হার ৪১.৫ ভাগ।

সারণি ২: এনসিটিবিতে কর্মরত জনবল ও পদের শ্রেণিভিত্তিক সংখ্যা

কর্মকর্তা-কর্মচারী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত (সংখ্যা)	শূন্যপদ (সংখ্যা)	শূন্যপদের শতকরা হার
প্রথম শ্রেণি	৭৭	৭৩	০৪	৫.২
দ্বিতীয় শ্রেণি	৩০	১০	২০	৬৬.৭
তৃতীয় শ্রেণি	১০৯	৪১	৬৮	৬২.৪
চতুর্থ শ্রেণি	৯৬	৫৯	৩৭	৩৮.৫
মোট	৩১১	১৮২	১২৯	৪১.৫

সূত্র: এনসিটিবি, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫*

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ অনুযায়ী, বোর্ডের একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য এবং একজন সচিব সরকার কর্তৃক সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত হন। এনসিটিবি নিয়োগ বিধি[২৯] অনুযায়ী বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে সরাসরি নিয়োগের বিধান রয়েছে। কিন্তু প্রবিধান ২(চ) এর ১ ও ২-এ বর্ণিত পদের কর্মকর্তাগণকে প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করা হয়। প্রবিধান ২(চ) এর ৩-এর পদগুলো বোর্ড থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়। ক্রমিক নম্বর ৩ এর ঙ পদটি ১০০% সরাসরি নিয়োগের বিধান থাকলেও এই পদে প্রেষণে নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রবিধান ২(চ) এর ৪ হতে ১৭ পদগুলো বোর্ড সরাসরি নিয়োগ দিয়ে থাকে।

২.৬ প্রশিক্ষণ

এনসিটিবি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দক্ষতা অর্জনের জন্য দেশি-বিদেশী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। যেমন, কারিকুলাম তৈরি, পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ। এনসিটিবি বিগত কয়েক বছর পূর্বে নেদারল্যান্ডে কারিকুলামের ওপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

২.৭ এনসিটিবি'র গঠিত বিভিন্ন কমিটি

২.৭.১ জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (এনসিসিসি): জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (এনসিসিসি) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত। এই কমিটি এনসিটিবি'র শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। এই কমিটি শিক্ষাক্রমের রূপরেখা তৈরি, কমিটির সদস্য নির্বাচন (লেখক-সম্পাদক-বিশেষজ্ঞ) নির্বাচন, পাঠ্যপুস্তকের রচনাবলী নির্বাচন ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে সভাপতি করে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (এনসিসিসি) প্রাথমিক' গঠিত হয়। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন যুগ্ম সচিব (১ জন), উপসচিব (১ জন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ১ জন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ১ জন, প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির ১ জন, মাদ্রাসা বোর্ড ১ জন, নায়েম-এর ১ জন, শিশু একাডেমি'র ১ জন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২ জন, এনসিটিবির সাবেক চেয়ারম্যান ২ জন এবং এনসিটিবির ৬ জন।[৩০]

অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবকে (মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ) সভাপতি করে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (এনসিসিসি) মাধ্যমিক' গঠিত হয়। কমিটিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ছাড়াও অতিরিক্ত সচিব ২ জন, যুগ্ম সচিব ৩ জন, মাউশি থেকে ১ জন, নায়েম

[২৮] এনসিটিবি, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫*

[২৯] জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর কর্মচারী প্রবিধানমালা ১৯৯১ এর তফসিল (প্রবিধান ২(চ) দ্রষ্টব্য)।

[৩০] পরিশিষ্ট ১, এনসিসিসি সদস্য (প্রাথমিক) তালিকা।

থেকে ১ জন, কারিগরি ১ জন, মাদ্রাসা ১ জন আইইআর, ঢাবি ১ জন, এনসিটিবি ২ জন, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ১ জন, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ১ জন, মাদ্রাসা বোর্ড ১ জন, শিক্ষাবিদ ৫ জন এবং এসইএসইপি-এর ১ জন সদস্য রয়েছেন।[৩১]

উপরোক্ত দুটি কমিটিই নতুন কমিটি গঠনের আগ পর্যন্ত কাজ করে। উল্লেখ্য, বর্তমান এনসিসিসি (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) ২০১২ সালে গঠন করা হয়। পূর্ববর্তী কমিটি ১৯৯৫ সালে গঠিত হয়েছিল। তবে এসব কমিটিতে কোনো কোনো সদস্য পদাধিকারবলে ও সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে সংযোজন-বিয়োজন হয়ে থাকেন।

২.৭.২ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটি: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর ভিত্তিতে শিক্ষাক্রমের রূপরেখা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে একটি শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটি কাজ করে। দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শ্রেণি শিক্ষক, অন্যান্য উপকারভোগী এবং বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠন করা হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সুপারিশক্রমে সরকার কর্তৃক নির্বাহী আদেশের ভিত্তিতে নির্বাচিত পাঁচ থেকে সাতজন ব্যক্তি শিক্ষাক্রম কমিটিতে নিযুক্ত হয়ে থাকেন। নতুন কমিটি গঠনের আগ পর্যন্ত এ কমিটি কাজ করে। বর্তমান শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটি ২০১২ সালে গঠন করা হয়।

২.৭.৩ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম কমিটি: শিক্ষাক্রমের রূপরেখার ভিত্তিতে প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ শ্রেণি শিক্ষক ও এনসিটিবিতে কর্মরত বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৫ থেকে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি করে কমিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠন করা হয়। প্রতিটি বিষয় কমিটিতে সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রাথমিক স্তরের জন্য এনসিটিবি'র একজন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ এবং মাধ্যমিক স্তরের জন্য সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (এসইএসডিপি) একজন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ।

২.৭.৪ প্রফেশনাল কমিটি: শিক্ষাক্রম চূড়ান্ত হবার পর স্তর অনুযায়ী শিক্ষাক্রমের বিষয়গুলো নির্নয় করাই হচ্ছে প্রফেশনাল কমিটির কাজ। প্রফেশনাল কমিটি প্রফেশনাল দৃষ্টিকোন থেকে শিক্ষাক্রম যাচাই-বাছাই করে, শিক্ষাক্রমে যা থাকার কথা তা আছে কি না, শিক্ষাক্রমের সংগতি আছে কি না, এ বিষয়গুলো এই কমিটি দেখে থাকে। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ শ্রেণি শিক্ষক ও এনসিটিবি'র সদস্য সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হয়ে থাকে।

২.৭.৫ টেকনিক্যাল কমিটি: সার্বিক শিক্ষাক্রম টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক পরিমার্জনের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত প্রফেশনাল কমিটি ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর শিক্ষাক্রমটি 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২' হিসেবে গৃহীত হয়।

২.৭.৬ ভেটিং কমিটি: শিক্ষাক্রম তৈরি হবার পর চূড়ান্ত রূপ দানের পর বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রমে অন্তভূক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনীয়তা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে এই কমিটির কাজ।

২.৭.৭ সার্বিক সমন্বয় কমিটি: লেখকগণ যখন পাঠ্যবই লিখে থাকেন তখন একজন সদস্য থাকেন সকলের সাথে সমন্বয়কারী। অর্থাৎ এই কমিটি পুরো কাজটিকে গুছিয়ে দিয়ে থাকে।

[৩১] পরিশিষ্ট ২, এনসিসিসি সদস্য (মাধ্যমিক) তালিকা।

তৃতীয় অধ্যায়

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও বিদ্যমান সমস্যা

এই অধ্যায়ে এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ এবং প্রত্যেক ধাপে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১ এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়া

এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় এনসিসিসি গঠনের মধ্য দিয়ে, এবং শেষ হয় সব শ্রেণীর সব পাঠ্যবইয়ের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্তভাবে এনসিসিসি'র অনুমোদনের মধ্য দিয়ে (চিত্র ২ দ্রষ্টব্য)। নিচে প্রতিটি ধাপ আলোচনা করা হলো।

চিত্র ২: এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়া

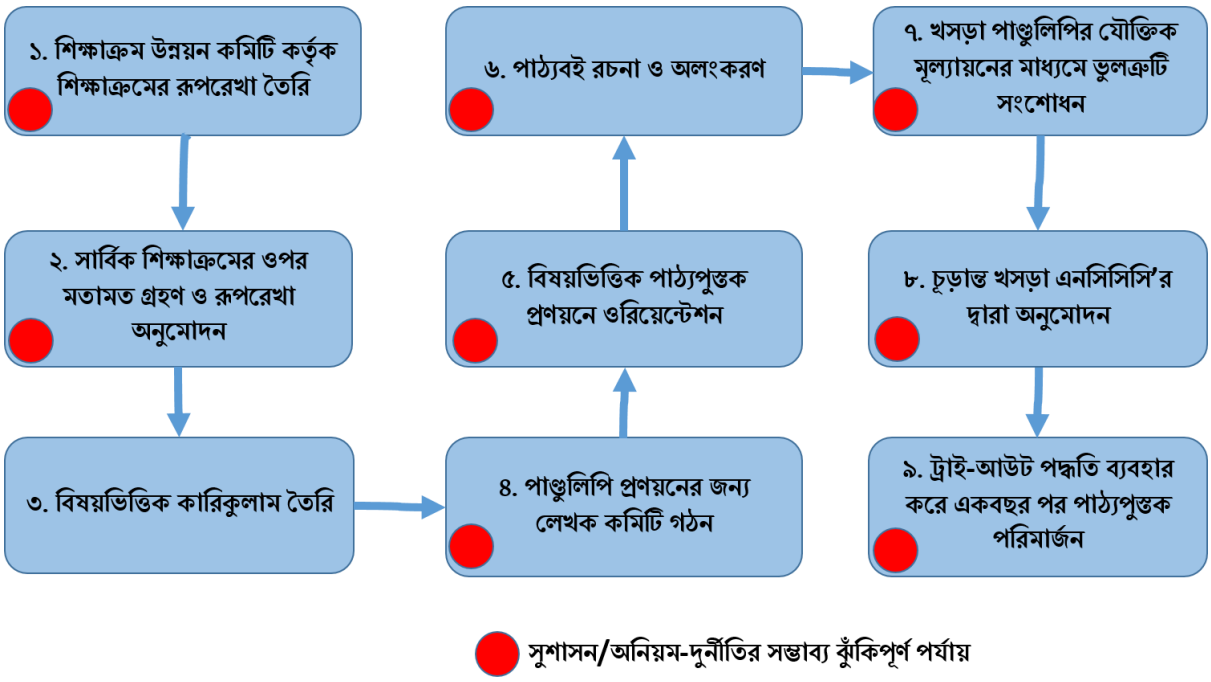

৩.১.১ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক শিক্ষাক্রমের রূপরেখা তৈরি

এনসিসিসি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটি শিক্ষাক্রম উন্নয়নে নির্ধারিত নীতিমালা ও শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তকারীদের শিক্ষায় অগ্রসরণ চিত্রকে সক্রিয় বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রমের খসড়া রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। খসড়া রূপরেখাটি জাতীয় শিক্ষাক্রম পরামর্শক ও শিক্ষাক্রম বিষেশজ্ঞগণের বেশ কয়েকটি অভ্যন্তরীণ সভায় পর্যালোচনা ও পরিমার্জন করা হয়।

৩.১.২ শিক্ষাক্রমের ওপর মতামত গ্রহণ ও রূপরেখা অনুমোদন

জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা প্রশাসক, শ্রেণিশিক্ষকগণের উপস্থিতিতে শিক্ষাক্রমের ওপর পরিমার্জিত রূপরেখাটি দু'টি জাতীয় সেমিনারে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। জাতীয় কর্মশালার মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশের আলোকে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে শিক্ষাক্রমের রূপরেখাটি পরিমার্জন করা হয়। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রমের পরিমার্জিত রূপরেখাটি এনসিটিবি ও এনসিসিসি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। শিক্ষাক্রমের অনুমোদিত রূপরেখা অনুযায়ী শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়।

৩.১.৩ বিষয়ভিত্তিক কারিকুলাম তৈরি

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য কমিটিসমূহকে তিনটি দলে ভাগ করে প্রতি দলকে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের প্রধান তিনটি ক্ষেত্র হচ্ছে- ক) শিক্ষাক্রমের রূপরেখা পরিচিতি ও শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নীতিমালা, খ) শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নির্ধারিত ছক ও এর ব্যবহার, এবং গ) ছকভিত্তিক হাতে কলমে নমুনা শিক্ষাক্রম উন্নয়ন এবং পর্যালোচনা।

পারস্পিরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নে বিভিন্ন সোপান অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রতিটি বিষয়ভিত্তিক কমিটি দিনব্যাপী নির্ধারিত সংখ্যক সভায় মিলিত হয়ে নির্ধারিত ছকে শিক্ষাক্রমের খসড়া প্রণয়ন করেন। এরপর একই ধরনের বিষয়গুচ্ছের বিষয়ভিত্তিক কমিটিসমূহ ও শিক্ষাক্রম পরামর্শকের যৌথ সভায় খসড়া শিক্ষাক্রম উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। বিষয় কমিটি সে অনুসারে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে থাকেন। একই ধরনের বিষয়সমূহ নিয়ে চারটি দল গঠন করে আবাসকি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বিষয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট ভেটিং কমিটি ও সম্পাদনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিষয়ক টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনার আলোকে সংশ্লিষ্ট কমিটি শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করেন।

পরবর্তীতে সকল শিক্ষক্রমের জন্য সাধারণ অংশ তৈরি করা হয়। এ অংশটি পূর্বে প্রস্তুতকৃত শিক্ষাক্রমের রূপরেখা ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রমসমূহের সাথে সমন্বয় করে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করা হয়। প্রণীত শিক্ষাক্রম বিভাগীয় কর্মশালায় উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। কর্মশালায় বিষয়-শিক্ষকগণ দলগতভাবে স্ব স্ব বিষয়ের শিক্ষাক্রম নিবিড়ভাব পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করেন। কর্মশালার সুপারিশের আলোকে বিষয় কমিটি শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে সার্বিক রূপদান করেন। সার্বিক শিক্ষাক্রমটি টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক পরিমার্জনের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত প্রফেশনাল কমিটি ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর শিক্ষাক্রমটি 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২' হিসেবে গৃহীত হয়।[৩২]

৩.১.৪ পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন (লেখক) কমিটি গঠন ও বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে প্রশিক্ষণ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩[৩৩] অনুযায়ী বোর্ডের সুপারিশক্রমে সরকার কর্তৃক পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন (লেখক) কমিটি গঠনে সদস্য তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৫ থেকে ৮ সদস্যের লেখক দল নির্বাচন এবং প্রতিটি বইয়ের জন্য পৃথক লেখক দল গঠন ও চূড়ান্ত করে থাকে। কমিটির সদস্য নির্বাচনের যোগ্যতা বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, শ্রেণি শিক্ষক ও কারিকুলাম বিশেষজ্ঞের জন্য নির্ধারিত (দেখুন সারণি ৩)।

সারণি ৩: পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে লেখক কমিটি নির্বাচনের শর্ত

বিষয়	সদস্য নির্বাচনের যোগ্যতা
বিষয় বিশেষজ্ঞ	পাঠ্যভুক্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কলেজের শিক্ষক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকগণকে নিয়োগ দেওয়া হয়
শিক্ষা বিশেষজ্ঞ (প্যাডাগজি)	প্যাডাগজি হচ্ছেন টিচাস ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা অনুষধের একজন অধ্যাপক
শ্রেণি শিক্ষক	দু'জন শ্রেণি শিক্ষক। প্রাথমিক স্তরের পাণ্ডুলিপি হলে স্কুলের দু'জন শিক্ষক এবং মাধ্যমিক স্তরের পাণ্ডুলিপি হলে কলেজের দু'জন শিক্ষক
কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (এনসিটিবি)	একজন

লেখক/ সম্পাদক প্যানেল নির্বাচনের জন্য সাধারণভাবে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রাপ্ত আবেদপত্র যাচাই-বাছাই করে খসড়া লেখক/সম্পাদক তালিকা প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত খসড়া তালিকা বোর্ড সভায় অনুমোদনের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় লেখক/সম্পাদক কমিটির নাম অনুমোদন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। ঐ প্রজ্ঞাপনে লেখক/ সম্পাদকদের কাজের নির্দেশনা (টিওআর) উল্লেখ করা থাকে। নির্বাচিত লেখক/ সম্পাদকদের নিয়ে একদিনের একটি ওরিয়েন্টেশন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এরপর লেখকরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে লেখার কাজটি শুরু করেন। সকলের কাজের সমতাবিধান ও সমন্বয় সাধনের জন্য লেখক/ সম্পাদকরা এনসিটিবি'র কর্মকর্তাদেরসহ কমপক্ষে পাঁচটি সভায় মিলিত হন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩[৩৪] অনুযায়ী ৫ থেকে ৭ সদস্য সমন্বয়ে একটি লেখক-সম্পাদক দল গঠন করা হয়। একটি বই লেখার জন্য লেখক দলকে ১০ থেকে ১৫ দিন সময় দেওয়া হয়। এই দলে বোর্ডের একজন সদস্য সকল সদস্যের সাথে সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিটি বিষয়ের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য লেখক দলের মধ্য থেকে দুই বা ততোধিত সদস্যের সমন্বয়ে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়।। খ্যাতিমান শিক্ষাবিদগণ এই কমিটিতে নিয়োগ পেয়ে থাকেন। দেশ খ্যাত সম্পাদকগণ

[৩২] জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, *জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২*।

[৩৩] জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩, ধারা ১০ এর (৩) উপধারা।

[৩৪] জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ এর ধারা ১০ এর উপধারা ১।

চূড়ান্তভাবে একটি বই সম্পাদনা করে থাকেন। বিষয়ভিত্তিক লেখক দলকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত পাঠ্যক্রমের আলোকে পাঠ্যবই রচনার জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে লেখক দলকে শিক্ষাক্রমের রূপরেখা অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পাঠ্যবই রচনার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৩.১.৫ পাঠ্যবই রচনা ও সম্পাদনা বিভাগ কর্তৃক লেখা নির্বাচন

এনসিটিবি সদস্য (শিক্ষাক্রম) বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি সম্পাদনা বিভাগ রয়েছে। লেখক দল লেখা শেষে সম্পাদনা শাখায় লেখা জমা দিয়ে থাকেন। প্রতিটি স্তরে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়ের লেখা সম্পাদনার জন্য ২ থেকে ৩ সদস্য বিশিষ্ট বিষয়ভিত্তিক সম্পাদনা দল গঠন করা (কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক) হয়। মূলত এনসিটিবি'তে কর্মরত সম্পাদক দল চূড়ান্ত ভাবে শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বই শ্রেণি অনুযায়ী, লেখার ধরন, বানান, দাঁড়ি-কমা, তথ্য যাচাই-বাছাই, বিষয় বস্তুর সাথে যৌক্তিক ছবির ব্যবহার, স্তর অনুযায়ী লেখার ধারাবাহিকতা এবং যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন, এই বিষয়গুলো দেখে থাকেন।

প্রাথমিক স্তরের জন্য শিক্ষাক্রমের রূপরেখায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ অনুসারে বয়স ও শ্রেণি ভেদে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগিক বিকাশ সাধন এবং তাদের দেশাত্ববোধে, বিজ্ঞানমনস্কতায়, সৃজনশীলতায় ও উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করণের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে লিখিত লেখা ও রচনাবলী পাঠ্যবইয়ে নির্বাচন করা হয়।[৩৫] মাধ্যমিক স্তরের জন্য শিক্ষাক্রমের রূপরেখায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ অনুসারে বয়স ও শ্রেণি ভেদে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল দেশপ্রেমিক জনসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে লিখিত লেখা ও রচনাবলী পাঠ্যবইয়ে নির্বাচন করা হয়।[৩৬]

৩.১.৬ প্রুফরিডার কর্তৃক বানান সংশোধন

এনসিটিবি'র নিজস্ব প্রুফরিডার না থাকায় পাঠ্যপুস্তকের বানান সংশোধনের জন্য দুই থেকে তিনজন প্রুফরিডার নিয়োগ দিয়ে থাকে। সাধারণত প্রথিতযশা সংবাদপত্র (প্রথম আলো, যুগান্তর, কালের কণ্ঠ, জনকণ্ঠ, বাংলা একাডেমি) যারা কাজ করেন, তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়।[৩৭] এছাড়াও বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। লেখা নির্বাচিত হওয়ার পরে পাণ্ডুলিপির বানান সংশোধনে এসব প্রুফরিডার কাজ করেন।

৩.১.৭ যৌক্তিক মূল্যায়ন ও সম্পাদনা

একটি বই লেখার পর বইটির ওপর যৌক্তিক মূল্যায়নের জন্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রতিটি স্তরভিত্তিক বিষয়ের জন্য শ্রেণি শিক্ষক, টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ, এনজিও প্রতিনিধি, ইউনিভার্সিটি শিক্ষকসহ ২০/৩০ জন সদস্য নির্বাচন করা হয়। আবাসিক কর্মশালার মাধ্যমে বইয়ের মূল্যায়ন করার জন্য অংশগ্রহণকারীরা মতামত প্রদান করেন এবং কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তীতে পাঠ্যবই পরিমার্জন করা হয়। এনসিটিবি'র সম্পাদনা বিভাগ পাঠ্যবইয়ের যৌক্তিক মূল্যায়নের জন্য কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত গুলো সমন্বয় করে লেখকদের কাছে পাঠান। লেখকগণ মতামত অনুযায়ী লেখা ঠিক করে এনসিটিবি'র সম্পাদনা বিভাগে পুনরায় জমা দিয়ে থাকেন।

৩.১.৭ বোর্ড সভা ও এনসিসিসি'র অনুমোদন

পাঠ্যবই রচিত হবার পর এনসিটিবি'র কর্মরত সম্পাদক/বিশেষজ্ঞ দল চূড়ান্তভাবে শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বই শ্রেণি অনুযায়ী, লেখার ধরন, বানান, দাঁড়ি-কমা, তথ্য যাচাই-বাছাই, বিষয়বস্তুর সাথে যৌক্তিক ছবির ব্যবহার, স্তর অনুযায়ী লেখার ধারাবাহিকতা এবং যৌক্তিক উপস্থাপন ইত্যাদি বিষয় ঠিক আছে কিনা তা দেখেন এবং সম্পাদিত বই এনসিটিবি'র বোর্ডে প্রেরণ ও অনুমোদন নেওয়া হয়। এনসিটিবি'র বোর্ডে অনুমোদিত বইটি এনসিসিসি'তে প্রেরণ করা হয়। এনসিসিসি'র চূড়ান্ত অনুমোদনের পর বই মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়।

৩.১.৯ ট্রাই-আউট পদ্ধতি ব্যবহার করে পাঠ্যবই হালনাগাদ

এনসিটিবির একটি অন্যতম কাজ হচ্ছে নতুন পাঠ্যবই একবছর পড়ানোর পর এর ওপর মাঠ পর্যায় থেকে মতামত নেওয়া যা ট্রাই-আউট (প্রান্তিক পর্যায়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবকদের মত নেওয়া) পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। ২০১২ সালের কারিকুলাম অনুযায়ী রচিত পাঠ্যবইয়ের ওপর দেশের ৬৪টি জেলা থেকে ২টি উপজেলা, উপজেলা থেকে একটি করে মোট ১২৮টি বিদ্যালয় নির্বাচন

---

[৩৫] *জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২।*

[৩৬] *প্রাগুক্ত*

[৩৭] তথ্যসূত্র: এনসিটিবি, ২০১৭।

করা হয়। উপকূলীয়, গ্রামীণ, শহুরে, বালক-বালিকা, সরকারি-বেসরকারি, এনজিও, হাওর অঞ্চল সব মানদণ্ডের ভিত্তিতে এসব বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়। বছরের শেষ দিকে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বিদ্যালয়ে গিয়ে প্রত্যেক শ্রেণির প্রত্যেকটি বই ধরে ট্রাই-আউট করা হয়। প্রতিটি বইকে ট্রাই-আউট করার জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা নির্বাচিত বিদ্যালয়ে গিয়ে শ্রেণিকক্ষে বসে শিক্ষকদের পাঠদান পর্যবেক্ষণ, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের সাথে আলোচনা, এবং অভিভাবকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ করেন। প্রাপ্ত মতামতগুলো সমন্বয় করার জন্য বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা হয়। বিশেষজ্ঞ দলে লেখক দল থেকে একজনকে রাখা হয়। এই দল আবাসিক কর্মশালায় ট্রাই-আউটের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বইগুলোকে পরিমার্জন করে। পাঠ্যপুস্তকে কোনো গল্প, কবিতা বা যেকোনো বিষয় পরিবর্তন করতে হলে জরুরি ভিত্তিতে এনসিটিবি ট্রাই-আউট পদ্ধতি ব্যবহার করে।

৩.২ পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

৩.২.১ বিভিন্ন কমিটি গঠন

জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী বোর্ডের সুপারিশক্রমে প্রতিটি কমিটির সদস্য (এনসিসিসি, কারিকুলাম, লেখক, সম্পাদক ও পরিমার্জন) সরকার (মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে) কর্তৃক চূড়ান্ত করা হয়।[৩৮] বিষয়টি সরকারি এখতিয়ারভুক্ত হওয়ার দরুন কমিটির সদস্য নির্বাচনে রাজনৈতিক বিবেচনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অভিযোগ রয়েছে, কমিটি গঠনে রাজনৈতিক বিবেচনায় কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হয়। বর্তমান কমিটিগুলো গঠনে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সদস্যদের নির্বাচন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক বিবেচনায় কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বাদ পড়া একজন তথ্যদাতার ভাষ্য অনুযায়ী, "কমিটির সদস্য নির্বাচনের যোগ্যতা কেবল দলীয় বিধায় কখনওই এনসিটিবি আমাকে ডাকেনি"।[৩৯] কারিকুলাম কমিটির কিছু সদস্য বিষয়ভিত্তিক কমিটিতেও নিয়োগ পান, ফলে এখানেও দলীয় প্রভাব কাজ করে বলে একাধিক অভিযোগ রয়েছে।[৪০]

৩.২.২ বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন

এনসিটিবি শিক্ষাক্রমের রূপরেখা তৈরি, শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম তৈরি এবং স্তর ও বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ, শিক্ষা গবেষক, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন। অভিযোগ রয়েছে, এসব কর্মশালায় ব্যক্তিগত পছন্দ ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করা হয়। আরও অভিযোগ রয়েছে, কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের সবার মতামত গ্রহণ করা হয় না। অধিকাংশ সদস্য তাদের মতামত প্রদানের সুযোগ পান না বলেও একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে, এনসিটিবি'র বিভিন্ন কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুধু নামমাত্র। কার্মশালা বাস্তবায়নে পরিকল্পনার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে বলেও একাধিক অভিযোগ পাওয়া যায়।

তথ্যদাতার মতে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২' প্রণয়ন করা হয়। নতুন প্রণীত শিক্ষাক্রমের আলোকে ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির ৫১টি, নবম-দশম শ্রেণির ২৭টি এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ৩৫টি শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, উন্নয়ন ও নবায়ন করা হয়। শিক্ষাক্রম বিস্তরণের জন্য শ্রেণিতে পাঠদানকারী শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষিত করা হয়। প্রশিক্ষিত শিক্ষকগণ শ্রেণিতে পাঠ্যদানকারী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। শিক্ষাক্রম বিস্তরণের প্রশিক্ষণে প্রতিটি বিষয়ের জন্য একেকটি দলে ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী থাকার কথা থাকলেও সব বিষয়ে সকল সদস্য উপস্থিত থাকে না। প্রশিক্ষণের বিষয়ে সঠিক সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের অবহিত না করা, প্রশিক্ষণের সকল বিষয়ের প্রতি পর্যাপ্ত সময় বরাদ্দ না রাখারও অভিযোগ রয়েছে। একাদশ শ্রেণির ইংরেজি বিষয়ের পরিবর্তিত সিলেবাসের ওপর ইংরেজি বিষয়ের কোনো ধারণাই দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে প্রশিক্ষকগণ আগে থেকে অবহিত নন বলে বলে জানা যায়। এই বিস্তরণ কার্যক্রমে শিক্ষকদের মতামতসহ ৫টি ধাপ পেরিয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ষষ্ঠ ধাপের 'জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি' কর্তৃক ২০১২ অনুমোদিত হয় কিন্তু এসব 'ভাগ্যবান' শ্রেণি শিক্ষকদের নিয়ে তথ্যদাতাদের প্রশ্ন রয়েছে।[৪১]

৩.২.৩ যৌক্তিক মূল্যায়ন

অভিযোগ রয়েছে, যৌক্তিক মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত সদস্যগণ এনসিটিবি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও এনসিসিসি'র সদস্যদের ব্যক্তিগত পছন্দের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। এনসিটিবি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মতামতগুলো সঠিকভাবে সংগ্রহ ও পরবর্তীতে পাঠ্যবইয়ে সমন্বয় না করার একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তথ্যদাতার মতে, এনসিটিবি এই কার্যক্রমটি শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষার জন্য করে থাকে, কর্মশালার পূর্বেই বইয়ের বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়ে থাকে।

---

[৩৮] *জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩* এর ধারা ১০ এর উপধারা ২ ও ৩।

[৩৯] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭।

[৪০] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭।

[৪১] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ২৫ মে ২০১৭।

৩.২.৪ লেখকদল গঠন

পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে পাঠ্যভুক্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ শ্রেণি শিক্ষক এবং এনসিটিবির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে ৫ থেকে ৭ সদস্যবিশিষ্ট লেখক দল গঠন করার কথা থাকলেও লেখক দল গঠনে স্বজনপ্রীতি, ব্যক্তিগত পছন্দ এবং মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচনের অভিযোগ রয়েছে। উল্লিখিত শর্ত প্রযোজ্য থাকলেও অভিযোগ রয়েছে লেখক দলের সকল সদস্যের দলে কাজ করার বা পাঠ্যক্রমের বিষয় বোঝার দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে দলের কিছু সদস্যের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকে না, কাজের প্রতি অমনোযোগী থাকে ও কাজ করার প্রতি শৈথিল্য লক্ষ করা যায়। এছাড়াও নামসর্বস্ব লেখকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাদের অবদান কতটুকু সে সম্পর্কে অন্যান্যদের কোনো ধারণা থাকে না।

৩.২.৫ লেখক/সম্পাদকের সাথে চুক্তি

পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য এনসিটিবি লেখক/সম্পাদকের সাথে কোনো চুক্তি করে না। লেখক/সম্পাদকদের খসড়া তালিকা বোর্ড সভায় অনুমোদন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন জারির পর তারা তাদের সম্পতিপত্র এনসিটিবিতে জমা দেন।

৩.২.৬ লেখা নির্বাচন ও শব্দ চয়ন

পাঠ্যবইয়ে ক্ষমতাসীন দলের মতাদর্শী ধারার ভাষা ব্যবহার করার প্রবণতা এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিগত বর্তমান জোটের ক্ষমতায় আসার আগের সময়ে পাঠ্যবইয়ে (সমাজ পাঠ) 'বাঙ্গালী' শব্দ ব্যবহার করা হতো না, বরং 'এদেশের মানুষ' লেখা হতো। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে বর্তমান বইগুলোতে 'বাঙ্গালী' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া ঐ সময়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে ছাগল পালন কর্মসূচিকে গুরুত্ব সহকারে পাঠ্যভুক্ত করা হয়।[৪২]

৩.২.৭ বিষয় বিশেষজ্ঞ নিয়োগ

প্রতিটি স্তরের পাঠ্যপুস্তক সম্পাদনা ও পরিমার্জনের জন্য একজন বিষয় বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব পালন করার নিয়ম থাকলেও এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞকে অন্য বিষয়ের দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হয়। প্রাপ্ত তথ্যমতে, এনসিটিবি বিভিন্ন পর্যায়ের নিজস্ব বিষয়ের বিশেষজ্ঞ রয়েছে ৬৪ জন। এদের মধ্যে দর্শন বিষয়েরই রয়েছেন সাতজন, যদিও এনসিটিবি দর্শন বিষয়ের কারিকুলাম করে না। প্রাণিবিদ্যায় চারজন ও উদ্ভিদবিদ্যায়ও রয়েছেন চারজন বিশেষজ্ঞ, অথচ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে আলাদাভাবে এসব কোনো বিষয়ই নেই। হিসাববিজ্ঞানে চারজন বিশেষজ্ঞ থাকলেও নবম শ্রেণিতে মাত্র একটি বই করতে হয় এনসিটিবিকে। এছাড়াও এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞকে অন্য বিষয়ের দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হয়, যেমন অর্থনীতি বিষয়ের বিশেষজ্ঞকে বাংলা, প্রাণিবিদ্যা বিষয়ের বিশেষজ্ঞকে খ্রিস্টধর্ম, দর্শন বিষয়ের বিশেষজ্ঞকে দায়িত্ব দেওয়া হয় বিভিন্ন শ্রেণির ইংরেজি বিষয়ের বইয়ের, আর হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষককে করতে হচ্ছে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বই। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ভাণ্ডার কর্মকর্তা বা আর্টিস্টকেও একাধিক বইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৪৩] এছাড়াও এনসিটিবিতে প্রাথমিক শিক্ষা উইং চালু থাকলেও প্রাথমিক শিক্ষা উইংকে শক্তিশালী করার জন্য শুধুমাত্র বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার পদ হওয়ার ফলে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ না দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত এবং বিভিন্ন প্রকল্পে জড়িত ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৪৪]

৩.২.৮ লেখক-সম্পাদক সমন্বয়

সমন্বয়কারী দলে সঠিক দায়িত্ব পালন না করা, পাঠ্যক্রমের বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা এবং লিখিত বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে সম্পাদকের সাথে সমন্বয় করার সময় সঠিক তথ্য দিতে ব্যর্থ হন বলে অভিযোগ রয়েছে। লেখক দল বই রচনা, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করার পর এনসিটিবির সম্পাদনা বিভাগে জমা দিয়ে থাকেন। একাধিক তথ্যদাতার মতে সম্পাদক নিজের মতো করে সম্পাদনা করেন। সম্পাদনার সময় লেখক-সম্পাদক একসাথে বসে লেখার উদ্দেশ্য ও বিষয় সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে সম্পাদনা করার নিয়ম থাকলেও এই কাজটি না করার অভিযোগ রয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতার মতে, বই সম্পাদিত হয়ে যখন পাণ্ডুলিপি হাতে আসে, তখন গল্প বা কবিতা সম্পর্কে আপত্তি করলেও "যার গলায় জোর থাকে, কোমরে জোর থাকে, তাদের লেখা ঠিক থাকে। কিন্তু যাদের গলায় জোর থাকে না, তাদেরটা ভুল হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়"। এনসিটিবি সময় স্বল্পতার অজুহাতে এ কাজটি করে না বলে একাধিক অভিযোগ পাওয়া যায়।

---

[৪২] অভিযোগ রয়েছে যে ২০০৩ শিক্ষাবর্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা বইয়ে প্রচলিত ছড়া ও গল্পের পাশাপাশি 'বিএনপি ঘেঁষা' লেখকদের লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। *ভোরের কাগজ*, ৩১ জুলাই ২০০২।

[৪৩] *ভোরের কাগজ*, ১৯ জানুয়ারি ২০১৭; *মানব জমিন*, ৫ মার্চ ২০১৭।

[৪৪] এনসিটিবি কর্তৃক নির্বাচিত দায়িত্বপ্রাপ্ত বিষয় বিশেষজ্ঞ তালিকা: পরিশিষ্ট ৪ দেখুন।

৩.২.৯ সম্পাদনা

সম্পাদক দল চূড়ান্তভাবে শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বই শ্রেণি অনুযায়ী লেখার ধরন, বানান, দাঁড়ি-কমা, তথ্য যাচাই-বাছাই, বিষয়বস্তুর সাথে যৌক্তিক ছবির ব্যবহার, স্তর অনুযায়ী লেখার ধারাবাহিকতা এবং যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন, এসব বিষয় দেখে থাকেন। অভিযোগ রয়েছে সম্পাদনার দায়িত্বপ্রাপ্ত দল দায়িত্ব পালন না করে অফিস সময়ে ইন্টারনেটে শেয়ার ব্যবসা, বক্তিগত আলাপ, ব্যক্তিগত এনজিও ব্যবসা ও মুদ্রণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। বই রচনার পর প্রধান সম্পাদকের প্রতিটি বই পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখার দায়িত্ব থাকলেও ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে দায়িত্বে অবহেলা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান শিক্ষাবছরে তৃতীয় শ্রেণির বাংলা বইয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞের দায়িত্বে অবহেলার কারণে কবিতার লাইন বিভ্রাটসহ অন্যান্য তথ্যগত ও বানান ভুল হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অন্য বিষয়ের দায়িত্ব পালনের ফলে পাঠ্যবইয়ে ভুলসহ নানা অসংগতি লক্ষ করা যায়। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ে ৫৮টি ভুল শোধরানো হলেও ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে আবার ২০টি ভুল হতে দেখা যায়।

সারণি ৪: ২০১৩ হতে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যপুস্তকে ভুলের সংখ্যা (আংশিক)

শিক্ষাবর্ষ	শ্রেণি	বিষয়	ভুলের বিষয়	ভুলের সংখ্যা
২০১৩[৪৫]	নবম-দশম	অর্থনীতি, ইতিহাস, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, হিন্দুধর্মের বই, রসায়ন, গণিত ও উচ্চতর গণিত	তথ্যবিভ্রাট, পুরনো তথ্য ব্যবহার, লেখকের নামে গরমিল, সন-তারিখ, বাক্যগঠন, রাজা-বাদশাদের নাম, পদ ও ঐতিহাসিক স্থান ও ঘটনার সন-তারিখ	২০৫টি, ৫৫টি, ৫২টি, ২৪টি, ১০০টি
২০১৬[৪৬]	পঞ্চম-সপ্তম	বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, সপ্তবর্ণা (বাংলা)	তথ্যবিভ্রাট, কবিতার লাইন বাদ ও কবিতার লাইন অসংগতিপূর্ণভাবে মুদ্রণ, ঐতিহাসিক স্থান ও ঘটনার সন-তারিখ	
২০১৭[৪৭]	প্রথম-পঞ্চম	বাংলা	তথ্যবিভ্রাট, কবিতার লাইন বাদ ও কবিতার লাইন অসংগতিপূর্ণভাবে মুদ্রণ, ঐতিহাসিক স্থান ও ঘটনার সন-তারিখ	
২০১৭[৪৮]	ষষ্ঠ-নবম	বাংলা, বিজ্ঞান, ইংরেজি, গণিত, কৃষিশিক্ষা, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা	বানান, তথ্যবিভ্রাট, কবিতার লাইন বাদ ও কবিতার লাইন অসংগতিপূর্ণভাবে মুদ্রণ, ঐতিহাসিক স্থান ও ঘটনার সন-তারিখ	৩২টি

৩.২.১০ প্রুফরিডার নিয়োগ

এনসিটিবি পাণ্ডুলিপির বানান সংশোধনের জন্য লেখকদলের মধ্য থেকে দুই থেকে তিনজনকে প্রুফরিডার নিয়োগ দিয়ে থাকে। মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবি স্বজনপ্রীতি ও তদবিরের মাধ্যমে দক্ষতাসম্পন্ন নয় এমন সদস্যকে প্রুফরিডার হিসেবে নিয়োগ দিয়ে থাকে বলে একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

৩.৩.১১ ট্রাই-আউট পদ্ধতি ব্যবহার

এনসিটিবির অন্যতম একটি কাজ হচ্ছে শিক্ষাক্রম তৈরি হওয়ার পর এক দুই বছর পর রচিত বইয়ের ওপর মাঠ পর্যায় থেকে মতামত নেওয়া অর্থাৎ ট্রাই-আউট (প্রান্তিক পর্যায়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবকদের মত নেওয়া) পদ্ধতি অবলম্বন করা। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত মতামত তাৎক্ষণিকভাবে পরিবর্তন করা হয়। পাঠ্যপুস্তকে কোনো গল্প, কবিতা বা যেকোনো বিষয় পরিবর্তন করতে হলে জরুরি ভিত্তিতে এনসিটিবি ট্রাই-আউট পদ্ধতি ব্যবহার করে। এনসিটিবি ট্রাই-আউট পদ্ধতিতে প্রাপ্ত মতামতগুলো পরবর্তীতে কর্মশালার মাধ্যমে পাঠ্যবইয়ে সংযোজন করে থাকে। অভিযোগ রয়েছে, যৌক্তিক বিষয়গুলো সংযোজনের এ পর্যায়ে প্রকৃত লেখকদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় না। কারণ লেখক তার লেখা বাদ দিতে চান না। তিনি এক ধরনের চিন্তা থেকে লিখেছেন কিন্তু বাস্তবে যে চিন্তাটার প্রতিফলন ঘটছে না। এনসিটিবি'র ট্রাই-আউট পদ্ধতির ব্যবহারে যথেষ্ট স্বচ্ছতার ঘাটতি বিদ্যমান। অভিযোগ রয়েছে এনসিটিবি'র শিক্ষাক্রম বিভাগ এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত মতামত সংরক্ষণ করে না। প্রাপ্ত মতামত একত্রে পাঠ্যবইয়ে সমন্বয় করার মতো অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সদস্যের ঘাটতিও বিদ্যমান।

[৪৫] প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের ২২টি বই পর্যালোচনা করে প্রাপ্ত আংশিক তথ্য। সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

[৪৬] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

[৪৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৫ জানুয়ারি ২০১৭।

[৪৮] ষষ্ঠ-নবম শ্রেণির ২৫টি বই পর্যালোচনার করে প্রাপ্ত তথ্য। *প্রথম আলো*, ১৯ জানুয়ারি ২০১৭।

৩.২.১২ লেখা পরিবর্তন

এনসিসিসিসহ (শিক্ষাক্রম, লেখক, সম্পাদক, পরিমার্জক ও প্রুফ রিডার) সকল কমিটি গঠন, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের লেখার বিষয়বস্তু নির্বাচন, পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ কার্যক্রমসহ সকল বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যার ফলে পাঠ্যবইয়ে লেখা সংযোজন ও বিয়োজনে বিভিন্ন প্রভাব কাজ করে। এনসিটিবি'র কমিটি গঠন থেকে শুরু করে লেখা নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের ফলে ক্ষমতাসীন দলের মতাদর্শী ব্যক্তিবর্গ নির্বাচন করা হয়। এছাড়া সম্প্রতি একটি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক মতাদর্শী গোষ্ঠীর দাবি ছিল মাদ্রাসার পাঠ্যবইয়ে "হিন্দু, খ্রিষ্টান বা বিদেশী বলে মনে হয়" এমন নামের পরিবর্তে "সুন্দর ইসলামি নাম" ব্যবহার, পাঠ্যবই থেকে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যেকোনো ধরনের সংলাপ প্রত্যাহার, এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের চারটি পাঠ্যবই থেকে ১১টি "অনৈসলামিক" কবিতা, বিভিন্ন হিন্দু নাম ও কাহিনী ও মেয়েদের শারীরিক উন্নতির অধ্যায় থেকে 'মাসিক' শব্দ বাদ দেওয়া। ২০১৬ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঁচটি পাঠ্যবই থেকে ১৬টি লেখা বাদ দেওয়া হয়, যার মধ্যে উল্লিখিত গোষ্ঠীর দাবি অনুযায়ী ১১টি কবিতাই বাদ দেওয়া হয়েছে বলে দেখা যায় (সারণি ৫)। মাদ্রাসার ইংরেজি পাঠ্যবই থেকে হিন্দু, খ্রিষ্টান বা বিদেশী বলে মনে হওয়া সব ধরনের নাম বাদ দিয়ে সেখানে ইসলামি নাম দেওয়া, ছেলে-মেয়ের সংলাপ প্রত্যাহার, মাথায় কাপড় ছাড়া মেয়েদের ছবিগুলো সম্পাদনা করা হয়েছে। এনসিটিবির চেয়ারম্যান, যিনি একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী, তাঁর নাম মাদ্রাসার বইগুলোতে উহ্য রাখা হয়েছে।

সারণি ৫: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঁচটি পাঠ্যবই থেকে বাদ দেওয়া ১৬টি লেখা

কবিতা/ গল্প ও প্রবন্ধ	কবি/ লেখকের নাম	শ্রেণি
বই (কবিতা)	হুমায়ুন আজাদ	পঞ্চম
প্রার্থনা (কবিতা)	গোলাম মোস্তফা	পঞ্চম
সভা (কবিতা)	সানাউল হক	ষষ্ঠ
লাল গরুটা	সত্যেন সেন	ষষ্ঠ
রাচি ভ্রমন	এস. ওয়াজেদ আলি	ষষ্ঠ
বাংলাদেশের হৃদয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সপ্তম
মাল্যদান	রণেশ দাশগুপ্ত	সপ্তম
দেশ (কবিতা)	জসীম উদ্দীন	অষ্টম
বাঙালির বাংলা	কাজী নজরুল ইসলাম	অষ্টম
আমার সন্তান	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর	নবম-দশম
সুখের লাগিয়া	জ্ঞানদাস	নবম-দশম
সময় গেলে সাধন হবে না	লালন শাহ	নবম-দশম
স্বাধীনতা	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	নবম-দশম
সাঁকোটা দুলছে	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	নবম-দশম
খতিয়ান	রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ	নবম-দশম
পালামৌ	সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	নবম-দশম

তথ্যসূত্র: হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের বিবৃতি, ৮ এপ্রিল, ২০১৬।

বক্স ১: সরকারি কর্মকর্তার নিজের কবিতা পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রভাব খাটানো

২০১২ সালের অক্টোবর মাস। সব বই চলে যাচ্ছে, সব বই ছাপা হচ্ছে কিন্তু নবম-দশম শ্রেণির বাংলা বইটা থেমে আছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মৌখিক নির্দেশে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা কমিটির কাজ বন্ধ রেখেছিল কবিতা অন্তর্ভুক্তির জন্য। এই কবিতা অন্তর্ভুক্তির জন্য নবম-দশম শ্রেণির বাংলা বই একমাস পর ছাপানো হয়, ফলে নির্ধারিত সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বই পাওয়া হতে বঞ্চিত হয়। এই উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কবিতা অন্তর্ভুক্তির জন্য ফেব্রুয়ারি মসে বই দেওয়া হয়। এই কবিতা ('সাহসী জননী') অন্তর্ভুক্তির জন্য আবদুল হাকিমের 'বঙ্গবাণী' এবং আবু জাফর উবায়দুল্লাহর 'মাগো ওরা বলে' কবিতা দু'টি বাদ দেওয়া হয়। তথ্য গোপন করে কবি পরিচিতিতে পদবি না লিখে সরকারি চাকুরি লেখা হয়েছে এবং সরকারি চাকরিটা কী সেটা লেখা হয় নি। তার নামও কিছুটা পরিবর্তন করে লেখক পরিচিতিতে দেওয়া হয়। এই কবিতাটি পাঠ্য করার পর ২০১৩ সালে এসে কয়েকটি স্কুলকে চাপিয়ে দেওয়া হয় কবিতা পাঠের আসর করার। ঢাকার রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুলে আবৃত্তি অনুষ্ঠান হবে এবং তার কবিতাসহ আরও কয়েকজন কবির কবিতা আবৃত্তি করার নির্বাহী আদেশ প্রদান করা হয়। পত্রিকায় প্রতিবেদন ছাপা হওয়ার পর এনসিটিবি থেকে তদন্ত কমিটি এবং এই ঘটনার জন্য সংসদীয় কমিটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটির নিকট উল্লেখ করা হয়, এনসিটিবি একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, পাঠ্যপুস্তক কমিটি এই কবিতা অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করেছে।[৪৯]

[৪৯] *তথ্যসূত্র:* সিদ্দিকুর রহমান খান, সম্পাদক, *দৈনিক শিক্ষা*, ১১ মে ২০১৭; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ মে ২০১৩।

এছাড়াও ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রভাবে তাঁর লেখা পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত নির্বাচনেরও অভিযোগ রয়েছে (দেখুন বক্স ১)। উক্ত কবিতা অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশের পর পেছনের তারিখে এনসিটিবি কর্তৃক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। কবিতা অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে এনসিটিবি'র পরিচালক নবম সংদের শিক্ষা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির ৩৪তম বৈঠকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও সম্পাদনা কমিটির কথা উল্লেখ করে বলেন, পুরাতন পাঠ্যসূচি থেকে সর্বোচ্চ ১৫% পর্যন্ত লেখা নতুন পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির বিধান আছে। সে হিসেবে এখানে কবিতা বাদ দেয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তবে সময়ের স্বল্পতার কারণে পাঠ্যসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কিছু ভুলত্রুটি থাকতে পারে। উক্ত বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি কবিতা দুটি পাঠ্যবইয়ে প্রতিস্থাপনের সুপারিশ প্রদান করেন।[৫০]

বক্স ২: অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখা পরিবর্তন

২০১৬ সালের শুরুর দিকে বিভিন্ন মাদ্রাসার বেশ কিছু শিক্ষক নেতা বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে যা যা পরিবর্তন করতে হবে তার একটি তালিকা নিয়ে এনিসিটিবি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সাথে এনসিটিবিতে বৈঠক করে একট তালিকা প্রদান করেন। একটি শ্রেণির ইংরেজি বইয়ের একটি অনুচ্ছেদে 'উত্তম' নামে একটি চরিত্র ছিল। ইসলামি নেতারা দাবি করেন, 'উত্তম' নামটি কেটে 'অলিউল' করতে হবে। কারণ 'উত্তম' হিন্দু শব্দ তাই বাদ দিতে হবে। এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান 'উত্তম' নামটি রাখার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে ইসলামি নেতাদের বোঝাতে সক্ষম হন এবং তারা মেনেও নেন। কিন্তু ওই সময় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, 'স্যার হুজুরদের বক্তব্য ঠিক আছে। হুজুরদের বক্তব্য অনুযায়ীই পাঠ্যবই রচনা হওয়া উচিত'। চেয়ারম্যান ওই দিনের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, এনসিটিবি কর্মকর্তা ওই কথা বলার পর হুজুরদের আর কোনো যুক্তি দিয়ে আটকানো যায়নি। পরে একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীও তাদের দাবির একটি তালিকা দেয়। এসব দাবির মধ্যে ছিল মাদ্রাসার পাঠ্যবইয়ে হিন্দু, খ্রিষ্টান বা বিদেশী বলে মনে হয় এমন নামের পরিবর্তে 'সুন্দর ইসলামি নাম' ব্যবহার, পাঠ্যবই থেকে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যেকোনো ধরনের সংলাপ প্রত্যাহার, এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের চারটি পাঠ্যবই থেকে ১১টি "অনৈসলামিক" কবিতা, বিভিন্ন হিন্দু নাম ও কাহিনী ও 'মেয়েদের জন্য আপত্তিকর' শব্দ ও ছবি বাদ দেওয়া।

একপর্যায়ে এসব দাবি অনুযায়ী পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন আনা হয়। কর্তৃপক্ষ স্পষ্টত অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে মাদ্রাসায় ইংরেজি পাঠ্যবই থেকে হিন্দু, খ্রিষ্টান বা বিদেশি বলে মনে হওয়া সব ধরনের নাম বাদ দিয়ে সেখানে মুসলিম নাম লেখা, ছেলেমেয়ের সংলাপ প্রত্যাহার করে নেওয়া, মাথায় কাপড় ছাড়া মেয়েদের ছবিগুলো সম্পাদনা, মেয়েদের শারীরিক উন্নতির অধ্যায় থেকে 'মাসিক' শব্দটি মুছে ফেলা হয়। এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান যিনি একজন হিন্দুধর্মাবলম্বী অধ্যাপক, তাঁর নাম মাদ্রাসার বইয়ের প্রসঙ্গ-কথা অংশে উহ্য রাখা হয়। একজন তথ্যদাতা বলেন, 'ওই সব বিষয়ে সরকার খুব একটা নমনীয় ছিল না। তার মতে, ভালো কিছু করতে হলে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়।' তাঁর মতে, যেসব কর্মকর্তা সম্পাদনার কাজগুলো দেখাশুনা করছিলেন, তাঁরা প্রথমে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শী গোষ্ঠীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৭টি কবিতা ও গল্প পাঠ্যবই থেকে সরিয়ে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। দেশের ২০ হাজার মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় এই বইগুলো পড়ানো হয়। ।'[৫১]

একাধিক তথ্যদাতার মতে, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির দুটি পাঠ্যবই ছাপা হওয়ার পর এনসিটিবি'র নজরে আসে, সাম্প্রদায়িক মতাদর্শী গোষ্ঠীর দাবি অনুযায়ী দুটি লেখা বাদ পড়েনি। ততদিনে প্রায় ১৫ লাখ বই ছাপা হয়ে যায়। বইগুলো গুদামে রেখে ওই লেখা দুটি বাদ দিয়ে নতুন করে বই ছাপানো হয়। দুই শ্রেণিতে মোট বইয়ের সংখ্যা ২৮ লাখ। এর মধ্যে প্রায় ৪ কোটি টাকা মূল্যের ১৫ লাখ বই ছাপা হয়ে যায়। বাকি বই ছাপা শুরু হয়েছিল বা বাঁধাইয়ে ছিল। মুদ্রাকরদের হিসাবে, ছাপা বা সাদা কাগজ কোনো কাজে আসবে না। শুধু অব্যবহৃত মলাট কাজে লাগবে। কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন সাম্প্রদায়িক মতাদর্শী গোষ্ঠীর লিখিত প্রস্তাবে মোট ২৯টি বিষয় সংযোজন ও বিয়োজন করতে বলা হয়েছিল। এর মধ্যে এ দুটি লেখারও উল্লেখ ছিল। ২৭টি লেখা গ্রহণ ও বর্জন করা হলেও দাবি অনুযায়ী ২০১৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত থাকা অষ্টম শ্রেণির 'রামায়ণ-কাহিনি' (উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী) এবং সপ্তম শ্রেণির 'লালু' (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) গল্প বাদ দেওয়া হয়নি। গল্প দুটিসহ বই ছাপা হওয়ায় বিপাকে পড়ে এনসিটিবি। এরপর ছাপা বই বাতিল করা এবং সংশোধনের পর নতুন বই ছাপা হয়।[৫২] ২০১২ সালে সরকার যে পাঠ্যবই রচনা করেছিল সেটি ২০১৩ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত পড়ানো হয়। কিন্তু ২০১৭ সালে এসে তা পরিবর্তন হয়ে যায়। পাঠ্যবই হয়ে যায় সাম্প্রদায়িকতায় ভরপুর। মূলত ২০১৪ সাল থেকে পাঠ্যবই একটু একটু করে পরিবর্তন হতে হতে ২০১৭ সালে এসে তা সম্পূর্ণ হয়।

মাদ্রাসায় সরকার প্রণীত পাঠ্যবই পড়ানোর যে প্রচেষ্টা, তা বাস্তবায়নে নেতৃত্বদানকারী একজন তথ্যদাতার মতে, 'এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য ছিল মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষার দিকে নিয়ে যাওয়া।' তার মতে, বিশ্বাস, চিন্তা এবং মনোভাবে বিস্তর ফারাক ছিল। আমরা সড়কে নেমে মানুষের মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করছি। এটা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়।'

[৫০] ৯ম জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র দ্বিতীয় রিপোর্ট, অক্টোবর ২০১৩।

[৫১] 'পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশির কাছে অশনিসংকেত', *প্রথম আলো*, ২৪ জানুয়ারি ২০১৭।

[৫২] *প্রথম আলো*, ১৫ জানুয়ারি ২০১৭।

৩.২.১৩ পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ

এনসিটিবি পাণ্ডলিপি সংরক্ষণের জন্য তেজগাঁওয়ে অবস্থিত নিজস্ব গোডাউন রয়েছে। একটি বই রচনার পর লেখক নিজ স্বাক্ষর-সংবলিত পাণ্ডুলিপি এনসিটিবি'র সদস্য (শিক্ষাক্রম) বিভাগে জমা দিয়ে থাকেন। এনসিটিবি'র শিক্ষাক্রম বিভাগ ও পাঠ্যপুস্তক বিভাগ এই পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এই দুই শাখায় পাঠ্যবইয়ের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের নিয়ম থাকলেও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণে এনসিটিবি'র দুই শাখা দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে আসছে। এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের পরিকল্পনা ও সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা না থাকলেও বর্তমানে সনাতনী পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত হচ্ছে বলে প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায়।

৩.৩ উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা হতে দেখা যায়, এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা বিদ্যমান। বিভিন্ন কমিটি গঠনে দলীয় ও রাজনৈতিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবই রচনা সম্পর্কে নামমাত্র কর্মশালা আয়োজন, লেখা ও লেখার বিষয়বস্তু নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাব, বিষয় বিশেষজ্ঞ নিয়োগে অনিয়ম, লেখকদলে যথাযথ নয় এমন ও নামসর্বস্ব লেখক নির্বাচন করার অভিযোগ রয়েছে। আবার লেখক-সম্পাদক সমন্বয়ে অনিয়ম, সম্পাদনায় অবহেলা, এবং প্রুফ রিডার নিয়োগে অনিয়মের কারণে পাঠ্যবইয়ে ভুল রয়ে যায়। পরবর্তীতে ট্রাই-আউট পদ্ধতি সঠিকভাবে ব্যবহার না করা, পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ না করা, এবং অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখা পরিবর্তন করার কারণে পাঠ্যবই প্রণয়ণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতির সুযোগ থেকে যায়।

প্রকাশনা প্রক্রিয়া ও বিদ্যমান সমস্যা

এই অধ্যায়ে এনসিটিবি'র পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ এবং প্রত্যেক ধাপে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৪.১ এনসিটিবি'র পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও সরবরাহ প্রক্রিয়া

এনসিটিবি প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য দরপত্র আহবান করে। পাঠ্যপুস্তকের জন্য কাগজসহ ও কাগজ ছাড়া এবং মাধ্যমিক স্তরের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য কিছু বই (৬৫) এর জন্য কাগজ ক্রয় করার জন্য দরপত্র আহবান করে। দরপত্র কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ অনুসরণ করা হয়। প্রাথমিক স্তরের মুদ্রণ কার্যক্রমের দরপত্র আহবানের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের গাইড লাইন অনুসরণ করা হয়।

চিত্র ৩: পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও সরবরাহ প্রক্রিয়া

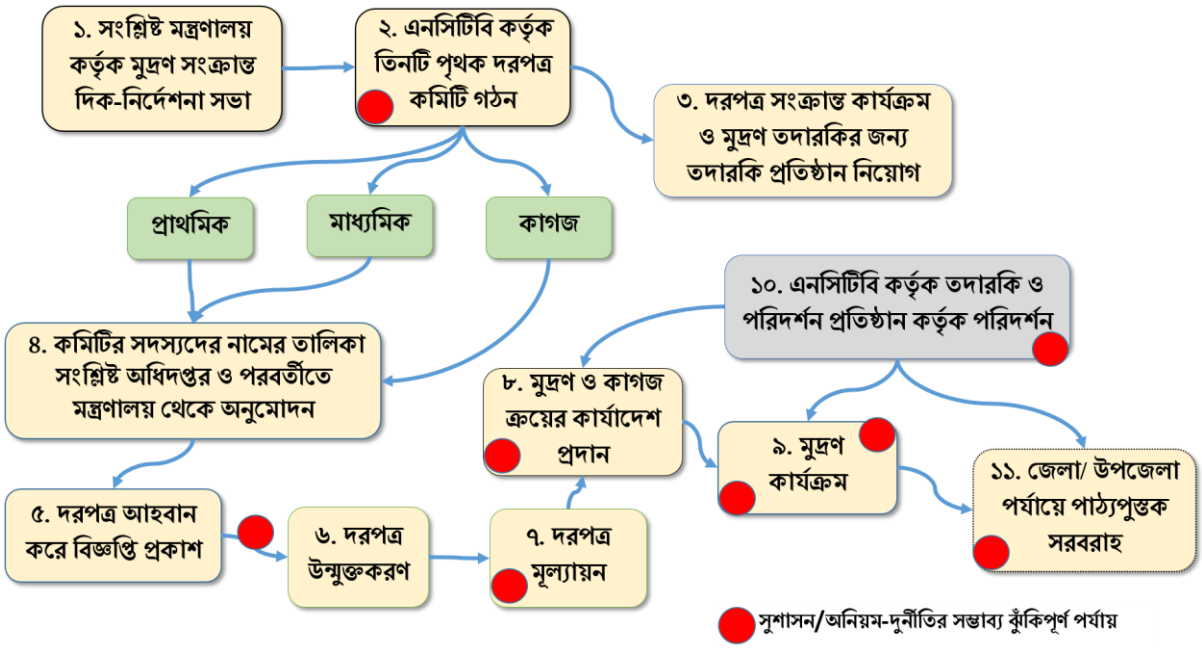

৪.১.১ মুদ্রণ সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা সভা

কোন একটি নির্দিষ্ট বছরের বই প্রকাশের আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বছরের শুরুতে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে দরপত্র সংক্রান্ত কার্যক্রমের দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৪.১.২ দরপত্র কমিটি গঠন, অনুমোদন ও দরপত্র নির্দেশিকা প্রকাশ

প্রাথমিক স্তরের শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের জন্য এনসিটিবি (পাঠ্যপুস্তক) বিভাগ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা সভায় কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। দিক নির্দেশনা সভার পর এনসিটিবি দরপত্র নির্দেশিকা প্রণয়ন কমিটি গঠনের জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট সদস্যদের নামের তালিকা বোর্ড সভায় উপস্থাপন এবং বোর্ড সভায় অনুমোদনের পর এনসিটিবি দরপত্র নির্দেশিকা যাচাই-বাছাই করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর যাচাই-বাছাই করে এনিসিটিবিতে প্রেরণ করে। এনসিটিবি যাচাই-বাছাইকৃত তালিকা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যাচাই-বাছাই, সংযোজন-বিয়োজন করে এনসিটিবিতে প্রেরণ করে। এনসিটিবি এই তালিকা বিশ্বব্যাংকে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ (যাচাই-বাছাই) করে। বিশ্ব ব্যাংক যাচাই-বাছাই করে এনসিটিবিতে প্রেরণ করে। চূড়ান্ত সদস্য তালিকা অনুমোদনের পর এনসিটিবি দরপত্র কমিটি একাধিক সভার মাধ্যমে দরপত্র নির্দেশিকা প্রণয়ন করে। দরপত্র নির্দেশিকা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে যাচাই-বাছাইয়ের পর এনসিটিবিতে প্রেরণ করা হয়। এনসিটিব নির্দেশিকা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। মন্ত্রণালয় অনুমোদনের পর এনসিটিবিতে প্রেরণ করে। এনসিটিবি অনুমোদনের জন্য বিশ্ব ব্যাংকে প্রেরণ করে। বিশ্ব ব্যাংক যাচাই-বাছাই করে অনুমোদনের পর এনসিটিবিতে প্রেরণ করে।

৪.১.৩ পরিদর্শন ও তদারকি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ

এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরের মুদ্রণ কাজ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের, প্রাক-চালান যাচাই (পিএসআই), প্রাক-যোগ্যতা যাচাই (পিডিআই) এবং গন্তব্য স্থানে সরবরাহের পরে যাচাইয়ের (পিএলআই) জন্য কার্যাদেশ প্রাপ্তির পূর্বে এবং পরে (দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী – ভৌত অবকাঠামো, মুদ্রণ সক্ষমতা, জনবল, কাগজের মান, কাগজের মাপ, কালির ব্যবহার, সূতা ও আঠার ব্যবহার) পরিদর্শন ও তদারকির জন্য তদারকি প্রতিষ্ঠান (এজেন্ট) নিয়োগ দিয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তরের মুদ্রণ কার্যক্রম পরিদর্শন ও তদারকির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করে। বিশ্বব্যাংক অর্থ প্রদান করে বিধায় বিশ্বব্যাংকের গাইডলাইন অনুসরণ করে টেন্ডার আহবান করা হয়। গাইড লাইন অনুসরণ করে দরপত্র নির্দেশকা অনুযায়ী শর্ত উল্লেখ করে পিওআর (প্রকিউরমেন্ট অর্ডার) তৈরি করা হয়। পিওআর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন নিয়ে বিশ্বব্যাংকের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। বিশ্বব্যাংক পিওআর করার পর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অর্থ বিভাগ প্রখ্যাত ৫/৬টি বাংলা ও ২টি ইংরেজি জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। দরপত্রের শর্তানুযায়ী উপযুক্ত তদারকি প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করা হয়।

৪.১.৪ দরপত্র আহবান

এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণের জন্য আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করে। এটি প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প ৩ এর আওতাধীন। বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার বৃদ্ধি, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং সমতার বিধান প্রচলনের ধারণা নিয়ে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের প্রস্তাবনায় পাঁচবছর (১৯৯৭-২০০২) মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে।[৫৩] প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হতে না পারায় (২০০২-২০১১) পিইডিপি ২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যার প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে সহায়তা করা। কার্যকর ও সময়োপযোগী শিশুবান্ধব শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল শিশুর কর্মোপযোগী, একীভূত এবং সমতাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (২০১১-২০১৭) গ্রহণ করা হয়। দাতা সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি), ডিএফআইডি, জিপিজেড, ইউ, অউসএইড, সিডা, কিডা, জাইকা, ইউনিসেফ ও জিপিই মোট ব্যয়ের ৯ শতাংশ অর্থ প্রদান করে।

সারণি ৬: দাতা সংস্থা কর্তৃক আর্থিক বরাদ্দ

দাতা সংস্থা	বরাদ্দকৃত অর্থ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	শতকরা হার
এডিবি	৪৪০.০০	২৫.৩৯%
বিশ্ব ব্যাংক	৭০০.০০	৪০.৩৯%
ডিএফআইডি	১৯০.০০	১০.৯৬
ইউ	১১৬.৬৭	৬.৭৩
আউসএইড	৪৬.০০	২.৬৫
সিডা	৪৫.০০	২.৬০
কিডা	৬৫.০০	৩.৭৫
জাইকা	৩০.০০	১.৭৩
ইউনিসেফ	০.৫০	০.০৩
জিপিই	১০০.০০	৫.৭
মোট	১৭৩৩.১৭	১০০.০০

তথ্যসূত্র: পিইডিপি ৩[৫৪] (১ মার্কিন ডলার = ৭৮ টাকা হিসাবে মোট ১৩,৫১,৮৭২.৬০ টাকা)

দরপত্র আহবান প্রক্রিয়ায় বিশ্ব ব্যাংকের গাইড লাইন অনুসরণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ব ব্যাংক ও এনসিটিবি,[৫৫] এই চার কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে প্রাথমিক স্তরের দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র নির্দেশিকা এনসিটিব'র বোর্ড সভায়

[৫৩] প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, *পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২)*, উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টার, ঢাকা।

[৫৪] *প্রাগুক্ত*

[৫৫] প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, *Third Primary Education Development Program (PEDP-3) - Revised*, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, আগস্ট ২০১৫।

অনুমোদনের পর ৫ থেকে ৭টি জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। পত্রিকা ছাড়াও এনসিটিবি'র ওয়েবসাইট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট, সিপিটিইউ ওয়েবসাইট, বিশ্ব ব্যাংক ওয়েবসাইট, ইউএনডিপি অন-লাইন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। কিছু বিদেশী দূতাবাসেও সুপারিশ করে পাঠানো হয় প্রকাশ করার জন্য।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি মালা ২০০৮ অনুযায়ী সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) বিভাগ উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করার ব্যবস্থা করেন। কারিকুলাম বিভাগ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় হতে বাৎসরিক বইয়ের চাহিদা সংগ্রহ করে কাগজসহ ও কাগজ ছাড়া দুই ধরনের দরপত্র আহবান করে। বই মুদ্রণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব খাত হতে মুদ্রণ ব্যয় বহন করা হয়। এনসিটিবি পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা মোতাবেক মাধ্যমিক স্তরের শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা সভায় কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। দিক নির্দেশনা সভার পর এনসিটিবি দরপত্র নির্দেশিকা প্রণয়ন কমিটি গঠনের জন্য সাতজনের নামের তালিকা বোর্ড সভায় উপস্থাপন করে। দরপত্র কমিটি বোর্ড সভায় অনুমোদনের পর এনসিটিবি দরপত্র নির্দেশিকা যাচাই-বাছাই করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যাচাই-বাছাই করে এনিসিটিবিতে প্রেরণ করে।[৫৬]

একইভাবে এনসিটিবি মাধ্যমিক স্তরের ৬৫টি বই (ষষ্ঠ-দশম) শ্রেণির জন্য বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি মালা ২০০৮ অনুযায়ী জাতীয় উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে কাগজ ক্রয় করে। কাগজ ক্রয়ের জন্য দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৪০০টি লটে ভাগ করে মুদ্রণ, বাঁধাই, পরিবহন এবং জেলা/উপজেলা পর্যায়ে পৌছানোর জন্য এনসিটিবি'র সদস্য (কারিকুলাম) বিভাগ দরপত্র আহবান কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এনসিটিবি চাহিদা মোতাবেক দরপত্র নির্দেশিকা প্রণয়ন কমিটি গঠন, বাজেট ও কমপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ, দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি গঠন, পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা নির্ধারণ, বাজারদর যাচাই কমিটি গঠন, প্যাকেজ/লট তৈরি ও সর্বাধিক পঠিত ৫/৬টি বাংলা ও ২টি ইংরেজি জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এনসিটিব'র বোর্ড সভায় দরপত্রের নির্দেশিকা উপস্থাপন করার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। দরপত্র স্তর অনুযায়ী ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে হলে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে প্রেরণ করা হয় এবং কমিটি অনুমোদন প্রদান করে। মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর ক্রয় সংক্রান্ত কমিটিতে যাওয়ার পূর্বে দরপত্র উন্মুক্ত করার জন্য পিপিআর[৫৭] অনুযায়ী দরপত্র উন্মুক্ত করণ কমিটি গঠন, টেকনিক্যাল ইভালুয়েশন কমিটি গঠন করা হয়। টেকনিক্যাল ইভালুয়েশন কমিটি কর্তৃক একক অথবা যৌথ ঘোষণা প্রদান ও পরবর্তিতে তা পুনরায় মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। অনুমোদন পরবর্তী তা প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয় এবং রেজুলেশন তৈরী করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর সম্মতির পর রেজুলেশন শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এনসিটিবিতে প্রেরণ করা হয়। এনসিটিবি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান এবং ৭ দিনের মধ্যে সম্মতি পত্র প্রেরণ করে। সবশেষে মাননিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান ও এনসিটিবি দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পারফরমেন্স গ্যারান্টি, ব্যাংক গ্যারান্টি ও ব্যাংক গ্যারান্টি রসিদ এনসিটিবিতে প্রদান, চুক্তি স্বাক্ষর এবং চুক্তি স্বাক্ষরের পর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, পিপিআর অনুযায়ী নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান ৭০ দিনের মধ্যে কাগজ সরবরাহ করতে বাধ্য।[৫৮]

৪.১.৫ দরপত্র মূল্যায়ন

এনসিটিবি অংশগ্রহণকারী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত অবকাঠামো, কাগজপত্র যাচই-বাছাই করার জন্য সাত সদস্যবিশিষ্ট মূল্যায়ন কমিটি গঠন করে। মূল্যায়ন কমিটির সদস্য তালিকা তৈরি করে এনসিটিবি'র বোর্ড সভায় পেশ করা হয় এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠান মূল্যায়নে দেশী প্রতিষ্ঠান মূল্যায়নে সময় বেশি না লাগলেও বিদেশী প্রতিষ্ঠান মূল্যায়নে সময় বেশি ব্যয় হয় কারণ ভিসা প্রাপ্তি, পরিদর্শন অনুমতি পেতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। পিপিআর অনুযায়ী ২৮ কর্মদিবস সময় দেওয়া হয় মূল্যায়নের জন্য। কিন্তু ভিসা প্রাপ্তিতে জটিলতার কারণে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়। এক্ষেত্রে মোট ৪৫ দিন সময় ব্যয় হয়।

---

http://dpe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dpe.portal.gov.bd/page/093c72ab_a76a_4b67_bb19_df382677bebe/PEDP-3%20Brief%20(Revised).pdf (৮ অক্টোবর ২০১৭)

[৫৬] দরপত্র কমিটির কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা প্রণয়নের ছক তৈরি, দরপত্র নির্দেশিকা প্রণয়ন, পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা সংগ্রহের জন্য মাউশিতে পত্র প্রেরণ, মুদ্রণ ও কাগজের হিসাব প্রস্তুত করণ, মুদ্রণ ও কাগজের হিসাব কাগজ শাখায় প্রেরণ, কর্ম বিভাজন/প্রশাসনিক অনুমোদন, দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি গঠন ও বোর্ড সভায় অনুমোদন, দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি গঠন ও বোর্ড সভায় অনুমোদন, টেকনিক্যাল ইভালুয়েশন কমিটি গঠন, বোর্ড সভায় অনুমোদন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ টেকনিক্যাল ইভালুয়েশন কমিটি গঠন, বোর্ড সভায় অনুমোদন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ, পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা নির্ধারণ, বাজারদর যাচাই কমিটি গঠন, প্যাকজ/লট তৈরি, জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, দরপত্র উন্মুক্তকরণ, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ বোর্ড সভায় উপস্থাপন, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ, এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন।

[৫৭] *পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৮*, (ধারা ৭ হতে ১২)।

[৫৮] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭।

মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রদানের পর এই প্রতিবেদন বিশ্বব্যাংকে প্রেরণ করা হয়। দুই সপ্তাহের মধ্যে অনুমোদন প্রতিবেদন দেওয়ার নিয়ম থাকলেও ২০১৬ উৎপাদন বর্ষে বিশ্বব্যাংক ৩৯ দিন পর অনুমেদান দিয়েছে। ৯৮টি লটে তাদের জিজ্ঞাসা ছিল ৪ বার। এরপর প্রথমে ৬৩টি লট এবং পরে ৩৫টি লট অনুমোদন দিয়েছিল। বিশ্ব ব্যাংক যাচাই-বাছাই শেষে এনসিটিবিতে প্রতিবেদন প্রেরণ করে।

সিডি ও ডামি তৈরি হওয়ার পর মুদ্রক কাগজ ক্রয় করে। দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী কাগজের মান পরীক্ষা করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক টেন্ডারের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া মাননিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান আবেদন করে যে কাজ প্রাপ্ত লটের ৫০% কাগজ ক্রয় করেছে। আবেদনের কপি অধিদপ্তর ও এনসিটিবিতে প্রেরণ করা হয়। মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কাগজ পরীক্ষা করার জন্য নমুনা সংগ্রহ করে নিজস্ব ল্যাবে পরীক্ষা করে পরীক্ষার রিপোর্ট অধিদপ্তরে জমা দিয়ে থাকে। অধিদপ্তর দরপত্রের শর্তানুযায়ী কাগজের মান ঠিক আছে কিনা তা যাচাই বাছাই করে অনুমোদন প্রদান করে। একটি কপি এনসিটিবিকে প্রেরণ করে। অনুমোদন পাবার পর মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান মুদ্রণ কার্যক্রম শুরু এবং মুদ্রণ আদেশ প্রাপ্তির ৮৪ দিনের মধ্যে বই মুদ্রণ করে নির্ধারিত স্থানে পৌছে দিয়ে থাকে। বই মুদ্রণ হওয়ার পর মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান তদারকি প্রতিষ্ঠানকে পুনরায় আবেদন করে অবহিত করা হয় যে বই ছাপানো হয়েছে, মাঠ পর্যায়ে পাঠানোর পূর্বে মান পরীক্ষা করার জন্য। মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রদান করবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে। অধিদপ্তরের অনুমোদনের পর বই মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়। বই ছাত্রদের হাতে যাবার পর এজেন্ট প্রতিটি থানায় থানায় গিয়ে বই পরীক্ষা করার জন্য থানা শিক্ষা অফিসারের কাছ থেকে বরাদ্দকৃত বই কতগুলো ছিল, পেয়েছে কতগুলো, বইয়ের মান ঠিক আছে কিনা এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ করে থাকে। শিক্ষা অফিসারের স্বক্ষর সংবলিত ১০টি বই এজেন্ট পরীক্ষা করবে। পরীক্ষা করে অধিদপ্তরকে প্রতিবেদন প্রদান করবে। অধিদপ্তর যথাযথ প্রতিবেদন হলে অনুমোদন করবে। বই সরবরাহ করার পূর্বে ৮০% এবং প্রাপ্তি প্রতিবেদন প্রদানের পর ২০% বিল প্রদান করা হয়ে থাকে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ কার্যক্রমের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের প্রাক-চালান যাচাই (প্রিএসআই), প্রাক-যোগ্যতা যাচাই (প্রিডিআই) এবং গন্তব্য স্থানে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের পরে যাচাইয়ের (প্রিএলআই) জন্য কার্যাদেশ প্রাপ্তির পূর্বে এবং পরে (দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী – ভৌত অবকাঠামো, মুদ্রণ সক্ষমতা, জনবল, কাগজের মান, কাগজের মাপ, কালির ব্যবহার, সূতা ও আঠার ব্যবহার) পরিদর্শন ও তদারকির জন্য উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে তদারকি প্রতিষ্ঠান (এজেন্ট) নিয়োগ দিয়ে থাকে এনসিটিবি। প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য দরপত্র নির্দেশিকা অনুযায়ী শর্ত উল্লেখ করে প্রখ্যাত ৫/৬টি বাংলা ও দুইটি ইংরেজি জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। দরপত্রের শর্তানুযায়ী উপযুক্ত তদারকি প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করা হয়।

৪.১.৬ মুদ্রণ কার্যাদেশ প্রদান ও জেলা/উপজেলা পর্যায়ে পাঠ্যবই সরবরাহ

এনসিটিবি বিশ্ব ব্যাংকের অনুমোদনের পর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করে প্রাক্কলিত দর অনুমোদনের জন্য। ৭ কর্মদিবেসের মধ্যে দর অনুমোদন হয়ে আসার পর কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে অনাপত্তিপত্র (নো অবজেকশন সার্টিফিকেট) দেওয়া হয়। কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কাজে সম্মত কিনা তা একসপ্তাহের মধ্যে জানানোর জন্য প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা হয় এবং প্রাপ্ত কাজের পিজি (পারফরমেন্স গ্যারান্টি) ১০% টাকা নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা প্রদানের জন্য অবহিত করা হয়। মূল্যায়ন কমিটি পুনরায় ব্যাংক গ্যারান্টি পরীক্ষা করার পর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে চুক্তি সম্পাদনের আহবান করে। চুক্তির জন্য ২৮ দিন সময় প্রদান করা হয়। পিপিআর অনুযায়ী এই প্রক্রিয়ায় তিনমাস সময় বরাদ্দ। চুক্তি সম্পাদন করার পর মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান সম্পাদনা বিভাগ থেকে তিনদিনের মধ্যে সিডি গ্রহণ এবং সিডি থেকে ডামি তৈরির জন্য ছয়দিন সময় প্রদান করা হয়। মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডামি তৈরি হওয়ার পর এনসিটিবি'র সম্পাদনা শাখা এবং শিক্ষাক্রম শাখায় প্রুফ দেখার জন্য ডামি প্রেরণ করা হয়। সম্পাদক ছয়দিনের মধ্যে প্রুফ দেখে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে মুদ্রণ আদেশ প্রদান করে থাকে।

মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবই সরবরাহের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর নির্বাচিত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে চুক্তির জন্য ২৮ দিন সময় প্রদান করা হয়। পিপিআর অনুযায়ী এই প্রক্রিয়ায় ৩ মাস সময় বরাদ্দ। চুক্তি সম্পাদন করার পরা মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান সম্পাদনা বিভাগ হতে সিডি গ্রহণ, সিডি থেকে ডামি তৈরির জন্য ৩ থেকে ৬ দিন সময় প্রদান করা হয়। মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডামি তৈরি হওয়ার পর সম্পাদনা শাখা এবং শিক্ষাক্রম শাখায় প্রুফ দেখার জন্য ডামি প্রেরণ করা হয়। সম্পাদক ৬ দিনের মধ্যে প্রুফ দেখে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে মুদ্রণ আদেশ প্রদান করেন এবং মুদ্রণ আদেশ প্রাপ্তির ৮৪ দিনের মধ্যে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান বই মুদ্রণ করে নির্ধারিত স্থানে পৌছে দিয়ে থাকে।

অভিযোগ নিষ্পত্তি: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ[৫৯] অনুযায়ী প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের মুদ্রণ কার্যক্রমে কাজ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য প্রদান বা তথ্য গোপনের অভিযোগে উল্লিখিত আইন অনুযায়ী এনসিটিবি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৪.২ মুদ্রণ কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি

৪.২.১ দরপত্র আহবান

পিপিআর[৬০] অনুযায়ী দরপত্র আহবানের পূর্বে প্রাক্কলিত দর দরপত্র কমিটির সদস্য ছাড়া দরপত্র বাক্স খোলার আগে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের দর জানার নিয়ম না থাকলেও এনসিটিবির দরপত্র কমিটির সদস্যগণ পছন্দের মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে আগেই দর জানিয়ে দিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০১৫ উৎপাদন বর্ষে কাগজসহ প্রতি ফর্মার প্রাক্কলিত মূল্য (মুদ্রণ+বাধাই+সরবরাহ) ছিল .৮৫ টাকা। ২০১৬ উৎপাদন বর্ষে তা প্রায় ৬০% বৃদ্ধি করা হয়। এ ক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে যে, দরপত্র কমিটি এবং মুদ্রণ সমিতির সাদস্যদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে প্রাক্কলিত দর (লট অনুযায়ী মোট কাজের বাজেট) পূর্বে জানিয়ে দিয়ে দুই পক্ষই আর্থিক ভাবে লাভবান হয়েছেন।[৬১]

৪.২.২ পাঠ্যপুস্তক উৎপাদন ও বিতরণ সংক্রান্ত কাজের সম্মানী

এনসিটিবি নিয়োগ বিধি[৬২] অনুযায়ী বোর্ডের অর্গানোগ্রাম ও কর্মবন্টন সংক্রান্ত নির্দেশে বই উৎপাদনের দায়িত্ব উৎপাদন শাখার ও বিতরণের দায়িত্ব বিরতণ শাখার। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মহাপরিচালকের চাহিদা অনুযায়ী দরপত্র নির্দেশিকা তৈরি, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, দরপত্র বাক্স খোলা, সিএস তৈরি এবং দরপত্র কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কার্যাদেশ প্রদান, প্রতি লটের কাগজের হিসাব, কাগজ বরাদ্দ পত্র জারি, কার্যাদেশ অনুযায়ী কোন দরদাতা কোন উপজেলায় বই সরবরাহ করবে তার তালিকা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করেন। বই সরবরাহের পর উপজেলা/জেলার প্রাপ্তি স্বীকার অনুযায়ী দরদাতার বিল পরিশোধের সুপারিশ প্রদান ইত্যাদি উৎপাদন ও বিরতণ শাখার দৈনন্দিন কাজ। উক্ত কাজের বিনিময়ে সম্মানী প্রদানের কোন বিধান না থাকলেও প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় এমন 'কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ' যার জন্য বোর্ডের চেয়ারম্যান, সদস্য (পা: পু:), বিতরণ নিয়ন্ত্রক ও এম.এল.এস.এস সমপরিমাণ অর্থ সম্মানি দেওয়া হয় যা নিয়োগ বিধির অবমাননাকর। প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বই উৎপাদন ও বিতরণ কাজে উৎপাদন ও বিতরণ শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে সম্মানী/নাস্তা ভাতা প্রদানের বিধান না থাকায় প্রদান করা হয় নি। কিন্তু বর্তমানে প্রভাবশালী উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রভাব ও এনসিটিবি কর্মচারী নেতার সহযোগিতায় বিতরণ শাখার দৈনন্দিন কাজের জন্য একহাজার টাকা থেকে শুরু করে বর্তমানে তিনহাজার টাকা পর্যন্ত সম্মানী নেওয়া হয়।

সারণি ৭: ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক স্তরের দরপত্র আহবান কার্যক্রমে সম্মানীর পরিমাণ (আংশিক তথ্য)

শিক্ষাবর্ষ	শিক্ষাস্তর	কার্যক্রম ও সম্মানী গ্রহণের খাত	সম্মানীর পরিমাণ (টাকা)
২০১৫	উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বাংলা সংকলন, বাংলা সহপাঠ ও ইংরেজি, মাধ্যমিক বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন (এসএসসি ভোকেশনাল), ইবতেদায়ী, দাখিল ও দাখিল ভোকেশনাল, ব্রেইল পাঠপুস্তক, মাধমিক স্তরের ৫৬টি বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন, দরপত্র সংক্রান্ত কাজ ও প্রেস মনিটরিং কাজ, দরপত্র নির্দেশিকা (১-৪০০) লট	দরপত্র নির্দেশিকা তৈরি, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, দরপত্র বাক্স খোলা, সিএস তৈরি এবং দরপত্র কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কার্যাদেশ প্রদান, প্রতি লটের কাগজের হিসাব, কাগজ বরাদ্দ পত্র জারি, কার্যাদেশ অনুযায়ী কোন দরদাতা কোন উপজেলায় বই সরবরাহ করবে তার তালিকা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করন, বই সরবরাহের পর উপজেলা/জেলার প্রাপ্তি স্বীকার অনুযায়ী দরদাতার বিল পরিশোধের সুপারিশ প্রদান	১৭,৫৬,২০০.০০
২০১৬			৫,৮০,০০০.০০
২০১৭			২৭,৬০,৫০০.০০
		মোট	**৫০,৯৬,৭০০.০০**

তথ্যসূত্র: এনসিটিবি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭।

[৫৯] জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ধারা ১৭ এর উপধারা ২ অনুযায়ী যদি কোনো মুদ্রাকর, প্রকাশক, বিতরণকারী, পাইকারি অথবা খুচরা বিক্রেতা যখন প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন, ফেরত অথবা রিপোর্ট দিতে ব্যর্থ হলে (১৭ এর ১)-এ উল্লিখিত যদি ভুয়া যেকোনো বিশেষ উপাদান এবং যা সে জেনে অথবা ভুয়া জেনেও অথবা বিশ্বাসযোগ্য সত্যতা নেই জেনেও প্রদান করে তাহলে তার সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।

[৬০] *পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬* ও *পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি ২০০৮*।

[৬১] মুখ্য তথ্যদাতা, ৫ জানুয়ারি ২০১৭।

[৬২] জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর কর্মচারী প্রবিধানমালা ১৯৯১ এর ২৯ দফার ১ ও ২ উপ-প্রবিধানে উল্লিখিত।

অভিযোগ রয়েছে, ২০১০ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত বোর্ডের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন কর্মকর্তার নামে সম্মানী মঞ্জুর করে সোনালী ব্যাংক বোর্ড শাখা হতে কোটি কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়। উল্লেখ্য উক্ত টাকা মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ তাদের বিপুল পরিমাণ আয় যাতে খুঁজে পাওয়া না যায়, তার জন্য বোর্ডের ক্যাশিয়ারসহ বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নামে টাকা মঞ্জুর করা হয়। বোর্ডের অডিট অফিসার ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে অনিয়মের বিষয়ে কখনও আপত্তি উপস্থাপন করেননি। তথ্যদাতাদের মতে অডিট কর্মকর্তার প্ররোচনায় এই অনিয়ম যেন স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট টিমকে তাদের অডিট রিপোর্টে উল্লেখ না করে এ কারণে গত ৫/৭ বছর ধরে প্রতিবছর ৮/১০ লক্ষ টাকা করে অডিট টিমকে বিধি-বহির্ভূত অর্থ প্রদান করা হচ্ছে, যে কারণে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে কখনো এই আর্থিক অনিয়মের বিষয়টি উল্লেখ করা হয় নি। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে অডিট টিমকে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য অডিট ও বাজেট অফিসারের উদ্যোগে বোর্ডের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন থেকে জনপ্রতি ৮,০০০ টাকা করে ২০৩ জনের কাছ (১৬,২৪,০০০) থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট টাকা বাজেটের খাত থেকে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাক্রম শাখার ৪১ জন কর্মকর্তার জন্য শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ৩,২৮,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়। যার কারণে অডিট টিম গত কয়েক বছরের প্রতিবেদনে প্রশাসন কর্তৃক আত্মসাৎকৃত কোন অনিয়মের বিষয় তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেনি। মুখ্য তথ্যদাতার মতে, অডিট প্রতিবেদনে এই প্রথম ২০১৬ উৎপাদনবর্ষে সম্মানী গ্রহণের বিষয়টিসহ ৪৬টি আপত্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।[৬৩] উল্লেখ্য, এনসিটিবিতে দুই ধরনের সম্মানী দেওয়া হয়। নিয়মিত কার্যক্রমের জন্য যেমন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের বইয়ের কাজ করার জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে চারটি বেসিকের সমান সম্মানী দেওয়া হয়। এছাড়া বছরে দুইটি উৎসব বোনাসও দেওয়া হয়।[৬৪]

৪.২.৩ মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন

এনসিটিবি প্রাথমিকের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য পিপিআর ও বিশ্ব ব্যাংকের গাইড লাইন অনুসারে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করে। ১৯৭৩ সালের মুদ্রণ ও প্রকাশনা আইন অনুযায়ী, প্রিন্টিং প্রেস ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান ছাপার কাজ করতে পারে না। অভিযোগ রয়েছে প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে বিশেষ করে বিদেশী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধা গ্রহণ, ভ্রমন ও বিনোদনের সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে এনসিটিব'র অবকাঠামো পরিদর্শক শিল্প প্রতিষ্ঠান নয় এমন বিদেশী সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচিত করেছে। এমনও অভিযোগ রয়েছ, পরিদর্শক যখন ভৌত অবকাঠামো পরিদর্শনে গেছেন কার্যাদেশ প্রাপ্তির আগেই অর্ধেকের বেশি বই ছাপানো হয়ে গেছে এবং পরিদর্শনের পর এলসি দেয়া হয়েছে। বিদেশী প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও কার্যাদেশ লাভের অভিযোগ পাওয়ারও একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এনসিটিবি কর্মকর্তাদের এ ধরনের ভ্রমন এবং বিনোদনের ব্যবস্থা করে এ সকল প্রতিষ্ঠান তাদের নিয়মিত কার্যাদেশ প্রাপ্ত হচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া যায় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যে ধরনের শর্ত আরোপ করা হয়, বিদেশি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা না মানার অভিযোগ রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ কাজে প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বই ছাপার কাজে ভুয়া অভিজ্ঞতা সনদ পত্র জমা দেওয়া, এনসিটিবির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরিত সনদে তারিখ বা স্মারক নম্বর না থাকা এবং ২০১০-১১ এবং ২০১৩-১৪ সালে এনসিটিবি'র বই মুদ্রণের প্রত্যয়ন পত্র সংযুক্ত করা হলেও ২০১৩-১৪ শিক্ষা বছরে কোনো কাজ না করার অভিযোগ টেকনিক্যাল ইভালুয়েশন কমিটি কর্তৃক প্রমাণিত হওয়ায় বাদ দেওয়া হলে কাজ প্রদানের জন্য চাপ প্রয়োগের অভিযোগ পাওয়া যায়।

সারণি ৮: মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে অনিয়ম

উৎপাদন বর্ষ	কাগজসহ লট
২০১৩	৪টি
২০১৪	৪টি (মাধ্যমিক স্তরের কাগজসহ), লট নং ৬৭, ৬৮ ও ৯৩ এবং অবশিষ্ট ৪টি মাধ্যমি ও দাখিল স্তরের
২০১৫	১০টি। কাগজসহ ৩টি লট। লট নং ০৪, ৩৩,৬৫
২০১৬	৫টি লটের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের ২টি (কাগজসহ) এবং দাখিল লট নং ১৪৪, ১৩১, ১১৬ টেন্ডারের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য এনসিটিবি পিপিআর[৬৫] অনুযায়ী স্থানীয় দরপত্রের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করে। প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে দরপত্রে উল্লিখিত মুদ্রণ কাজের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ভূয়া কাগজপত্র তৈরি করে স্বজনপ্রীতি ও ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে কাগজপত্র যাচাই না করেই সর্বনিম্ন দরদাতা দেখিয়ে কার্যাদেশ প্রাপ্তির অভিযোগ

[৬৩] মুখ্য তথ্যদাতা, ২৩ এপ্রিল ২০১৭।

[৬৪] শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অফিস আদেশ, সূত্র: শিম/শাঃ১০/৮ (এনসিটিবি)-৩/২০০৩/৫৭, ১৭ জানুয়ারি ২০০৪।

[৬৫] পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি ২০০৮।

রয়েছে। এনসিটিবি'র দরপত্র কার্যক্রমে জড়িত কর্মকর্তা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে নিজ প্রতিষ্ঠান অন্য ব্যক্তির নামে ব্যবহার করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত কর্মকর্তার প্রতিষ্ঠান ২০১৩ উৎপাদন বর্ষে ৪টি লট, ২০১৪ উৎপাদন বর্ষে (মাধ্যমিক স্তরের কাগজসহ), লট নং ৬৭, ৬৮ ও ৯৩ এবং অবশিষ্ঠ ৪টি মাধ্যমি ও দাখিল স্তরের, ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে ১০টি লটের মধ্যে কাগজসহ ৩টি লট, লট নং ০৪, ৩৩,৬৫ এবং ২০১৬ উৎপাদন বর্ষে ৫টি লটের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের ২টি (কাগজসহ) এবং দাখিল লট নং ১৪৪, ১৩১, ১১৬ টেন্ডারের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। পিপিআর এর শর্ত অনুযায়ী দরপত্র কমিটির প্রত্যেক কমিটির সদস্যকে "আমার কোনো আত্নীয়-স্বজন/ বন্ধু-বান্ধব দরপত্রে অংশগ্রহণ করেনি" বলে অঙ্গিকারনামা দিতে হয়। কিন্তু দরপত্র কমিটির সদস্যই এই অঙ্গিকার ভঙ্গ করছেন বলেও একাধিক তথ্য পাওয়া যায়।

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে পিপিআর[৬৬] অনুযায়ী নির্বাচিত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কমপক্ষে ১টি ২২"/৩৬" সাইজের মুদ্রণ যন্ত্র, দাখিলকৃত লট/লটসমূহের মুদ্রণ ও বাধাঁই কাজের ১০০% ভাগ ৬০ দিনে সম্পন্ন করার সক্ষমতা, কভার মুদ্রণের জন্য শীট মেশিন ও ইউ. ভি. লেমিনেশনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ নিজস্ব মুদ্রণ ও বাঁধাইখানা থাকা বাধ্যতামূলক উল্লেখ থাকলেও অভিযোগ রয়েছে প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে শর্তগুলো বাহ্যিকভাবে পূরণ করা হয়। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান সকল শর্ত পূরণ না করা সত্ত্বেও শুধুমাত্র এনসিটিবি'র দরপত্র কার্যক্রমে জড়িত ও তদারকি প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধির সাথে আর্থিক যোগাযোগ থাকার কারণে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে যোগ্যতা লাভ করে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে স্বজনপ্রীতিরও অভিযোগ রয়েছে।

বক্স ৩: প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে অনিয়ম

২০১৭ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিকের কাগজ সহ দরপত্রের শর্তে উল্লেখ করা হয় প্রেস গুলোকে ২২/৩৬ সাইজের মুদ্রণ যন্ত্র, বাইন্ডিং কভার মুদ্রণের জন্য শীট মেশিন ও ইউ. ভি. লেমিনেশনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ নিজস্ব মুদ্রন ও বাঁধাইখানা বাধ্যতামূলক। বেশির ভাগ ছোট ছোট প্রেসের বাইন্ডিং খানা থাকে না। তিন মাসের কাজের জন্য মেশিন এবং বিশাল জায়গা দরকার হয় বলে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানগুলো সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করছে। শর্ত গুলো ইচ্ছা হলে একজনের প্রতি প্রয়োগ করে আবার অন্য জনকে বলে আপনার তো এই শর্তগুলো নাই। আপনি সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিন। প্রেসের জায়গায় লেমিনেটিং হাউস লাগিয়ে দেওয়া হয়। কিন্ত আসলে এটা কিন্তু প্রেসও না হাউসও না। এরপর অন্য জন যখন তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় তখন ঐ জায়গায় আরেকটি সাইনবোর্ড লাগানো হয়। একজন কন্ট্রাকটর এবং একজন সাব কন্ট্রাকটরের কাজের মানের ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। কন্ট্রাকট প্রতিষ্ঠানের গুড উইলের জন্য ভালো কাজ করার চেষ্টা করবে কিন্তু সবা কন্ট্রাকটরতো সেটা করে না।

সূত্র: *মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান মালিকের সাক্ষাৎকার,* ৫ জানুয়ারি ২০১৭।

৪.২.৪ সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ দেওয়া

দরপত্রে উল্লিখিত শর্তানুযায়ী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশগ্রহণ করে। অধিকাংশ মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানই এনসিটিবি'র কাগজসহ, কাগজ ছাড়া দরপত্রে অংশগ্রহণ করে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে কার্যাদেশ পেয়ে থাকে। একই মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দরপত্রে অংশগ্রহণের ফলে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান কাজের বেশির ভাগই সাব-কন্ট্রাক্টে দিয়ে থাকেন। দরপত্রে এই শর্তের উল্লেখ না থাকলেও কার্যাদেশ প্রদানের সময় এনসিটিবি দেশি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২০% এবং বিদেশী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কাজ প্রাপ্তির পর বিদেশের যেকোনো মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করে শতভাগ সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করাতে পারে বলে অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে তদারকিরও ঘাটতি রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। দেশি প্রতিষ্ঠান সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করার সময় তদারকি কর্মকর্তাগণ প্রায় প্রতিদিন তদারকি করেন আর বিদেশী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তদারকি হয় না বলে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এনসিটিবি'র কর্মকর্তাদের বিধি-বহির্ভূত আর্থিক সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো বছরের পর বছর ধরে এ ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ১৯৭৩ সালের মুদ্রণ আইন অনুযায়ী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান মুদ্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না। কিন্তু বিদেশী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়। বিদেশী প্রতিষ্ঠান মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির মাধ্যমে সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করতে পারবে বলে উল্লেখ রয়েছে।

৪.২.৫ কাগজ ক্রয়

এনসিটিবি পিপিআর[৬৭] শর্ত অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে (৬৫টি) বই প্রদানের জন্য উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে কাগজ ক্রয় করে। দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী কাগজ ক্রয় করা হলেও অভিযোগ রয়েছে এনসিটিবি বিএসটিআই সনদবিহীন কাগজের মিলগুলোর কাছ থেকে নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্যাদেশ প্রদান করছে। পর্যাপ্ত কাগজ উৎপাদনের সক্ষমতার ঘাটতি, সময়মতো কাগজ সরবরাহ করতে না পারার অভিযোগ, চুক্তিবদ্ধ মাপ অনুযায়ী কাগজ সবররাহ না করা এবং সিএম লাইসেন্স (সার্টিফিকেশন মার্কস স্কিম) বিহীন মিলগুলো নিয়ম বহির্ভূত আর্থিক সুবিধা ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে কাজ পাচ্ছে বলেও একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এনসিটিবিকে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মান অনুযায়ী কাগজ সরবরাহ না করার মৌখিক ও লিখিত

[৬৬] পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি ২০০৮।

[৬৭] পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি ২০০৮।

অভিযোগ জানানোর পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও এনসিটিবি কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও একাধিক কাগজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মানসম্মত কাগজ সরবরাহ করতে না পারার অভিযোগে কালো তালিকাভুক্ত হলেও পরবর্তী বছরেই কাজ পেয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও গত ৩/৪ বছরে কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ২০১৬ উৎপাদন বর্ষে কাজ দেওয়া হয়েছে। কাগজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার লেখা ও ছাপার কাগজ ক্রয়ের জন্য বিএসটিআই থেকে সিএম লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করলেও এনসিটিবি কাগজ ক্রয়ে দরপত্রে সিএম লাইসেন্সের বাধ্যবাধকতা যুক্ত না করে আইন অমান্য করে কাগজ ক্রয় ও মুদ্রিত বই ক্রয় করছে বলেও একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

বক্স ৪: কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন

ঢাকার একটি প্রতিষ্ঠান গত বছর (উৎপাদন বর্ষ ২০১৫) মাধ্যমিক স্তরের (৪০০ লট) দরপত্রে অংশ গ্রহণ করায় বিধি মোতাবেক সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে কাগজের জামানত জমা দেওয়ার জন্য বোর্ড নির্দেশ প্রদান করায় কাগজের জামানত হিসাবে যে ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দেয় তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এ যাচাই করে ভূয়া প্রমাণিত হওয়ায় বোর্ড তাকে চিরদিনের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করে। কিন্তু ফৌজদারি মামলা করেনি। উক্ত প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বর্ষ ২০১৬ এ মাধ্যমিক স্তরের (৪০০ লট) দরপত্রে অংশ গ্রহণ করে। এবার সঠিক কাগজের জামানত প্রদান করে কিন্তু অন্য প্রেসের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কালো তালিকা ভূক্তির বিষয়টি ধরা পরায় তার কাগজ সরবরাহ অনেকদিন স্থগিত ছিল। কিন্তু তার কালো তালিকা ২৭.০৮.১৬ তারিখে পূর্বের তারিখ দিয়ে প্রত্যাহার করা হয়। সংশ্লিষ্ট নথি এবং কালোতালিকা ভুক্তি প্রত্যাহার সংক্রান্ত নথির মুখমেন্ট এবং প্রত্যাহার পত্রে ডেচপ্যাস ইস্যু রেজিস্টার নম্বর ও তারিখই প্রমাণ হবে অথবা কেন কাগজ সরবরাহ ২০/২৫ দিন বন্ধ ছিল।

সূত্র: *এনসিটিবি'র অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার*, ৫ জানুয়ারি ২০১৭।

৪.২.৬ মান নিয়ন্ত্রণ

মুদ্রণ চলাকালীন মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সার্বক্ষণিক প্রতিনিধি উপস্থিত থাকার নিয়ম থাকলেও অভিযোগ আছে যে এ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকে না। মুদ্রণ কাজে মান অনুযায়ী কাগজ ও কালি ব্যবহার না করা, মুদ্রণ কাজের জন্য নির্ধারিত সময়ে মুদ্রণ করা না হলেও আর্থিক সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবেদনে সব ঠিকভাবে করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এবং এনসিটিবি'র পরিদর্শন কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের বক্তিগত আর্থিক সুবিধা লাভের মাধ্যমে এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করারও একাধিক অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক এবং মাধ্যমিকের বইয়ের জন্য মানসম্মত কাগজ ব্যবহার না করে নিম্ন মানের কাগজে মুদ্রণ করে এবং এসব প্রতিষ্ঠান সবসময় এনসিটিব'র কর্মকর্তারা পরিদর্শন করে এবং আর্থিক সুবিধা ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে সন্তোষজনক প্রতিবেদন প্রদান করে। একাধিক তথ্যদাতার মতে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দিনের বেলা মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো তদারকির ভয়ে ভালো কাগজে বই ছাপে আর রাতের বেলা খারাপ কাগজ ব্যবহার করে এবং এসব বই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।[৬৮]

৪.২.৭ পাঠ্যবই সরবরাহ

কার্যাদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে প্রাথমিক স্তরের বিনামূল্যে পাঠ্যবই ছাপিয়ে প্রত্যেক উপজেলায় সরবরাহ করার কথা থাকলেও কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান বেশ কয়েকটি জেলায় নির্ধারিত সময়ে পাঠ্যবই সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় বলে দেখা যায়। প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, লক্ষীপুর ও নোয়াখালী জেলা এবং চট্টগ্রাম জেলার ৯টি উপজেলায় ৫০ শতাংশ বই সময়মতো সরবরাহ করা হয় নি।[৬৯] তবে সময়মতো সরবরাহ করা না হলেও নিয়োগকৃত পরিদর্শন ও তদারকি প্রতিষ্ঠান পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের প্রতিবেদনে সঠিক সময়ে বই পৌঁছেছে বেলে প্রতিবেদন দেয়। অভিযোগ রয়েছে, মান নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান, জেলা/উপজেলা শিক্ষা অফিস এবং মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে সঠিক সময়ে পাঠ্যপুস্তক প্রাপ্তি প্রতিবেদন প্রদান করে থাকে।

সারণি ৯: ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে অসরবরাহকৃত পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা (৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত)

প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	লট সংখ্যা	অসরবরাহকৃত পুস্তকের পরিমাণ
১৮টি	৩১	২০,০০,০০০ কপি

তথ্যসূত্র: এনসিটিবি, ২০১৭।

৪.৩ পাঠ্যবইয়ে ভুল রোধে সম্প্রতি এনসিটিবি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা

২০১৭ শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যপুস্তকে ভুলের জন্য এনসিটিবি নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে:

[৬৮] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭।

[৬৯] তথ্যসূত্র: এনসিটিবি, ৯ মার্চ ২০১৭।

- ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে এনসিটিবি বিভিন্ন কমিটি গঠন করে। এর মধ্যে রয়েছে এনসিটিবি'র তিন সদস্যের পর্যালোচনা কমিটি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চার সদস্যের কমিটি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সংসদীয় উপকমিটি, মাধ্যমিকের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা ও বই পরিমার্জনে দুইটি কমিটি।
- পাঠ্যপুস্তকে ভুলের জন্য এনসিটিবি'র দুইজনকে ওএসডি, একজনকে সাময়িক বরখাস্ত, সাতজনকে বদলি করা হয় ২০১৭ সালের এপ্রিলে।
- প্রাথমিকের পাঠ্যবইয়ে ভুলের জন্য শুদ্ধিপত্র প্রকাশ করা হয়। ২০১৭ সালের মে মাসে। ২০১৭ এর জুনে মাদ্রাসার কোরআন-হাদিস ও আরবি বিষয়ক ৩৫টি পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। জুলাই মাসে প্রাথমিকের বাংলা পাঠ্যবই থেকে ছাগলের ছবি পরিবর্তন, 'ওড়না'র বদলে 'ওজন' ব্যবহার ও ছবি সংযোজন করা হয়, এবং মাধ্যমিকের ১১টি বই পরিমার্জন করা হয়।

৪.৪ উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, এনসিটিবি'র পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি রয়েছে। এনসিটিবি'র কর্মকর্তাদের একাংশ দরপত্র আহবানের পূর্বে প্রস্তাব অনুযায়ী বই মুদ্রণের প্রাক্কলিত দর নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দেয়, এবং প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে দরপত্র দাখিল করে। এনসিটিবি'র উৎপাদন ও বিতরণ শাখার নিয়মিত কাজ হলেও দরপত্র সংক্রান্ত কাজের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সম্মানী গ্রহণ করে যা বিধি-বহির্ভূত। এ বিষয়ে মহা-হিসাব নিরীক্ষকের (সিএজি) নিরীক্ষায় আপত্তি উত্থাপন করা হলেও এখনো নিষ্পত্তি হয় নি।

মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে বিভিন্ন অনিয়মের মধ্যে একই ব্যক্তির বিভিন্ন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের নামে দরপত্রে অংশগ্রহণ এবং কার্যাদেশ প্রাপ্তি, এনসিটিবি'র কর্মকর্তার বেনামে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে দরপত্রে অংশগ্রহণ ও কার্যাদেশ প্রাপ্তি, টেকনিক্যাল কমিটির দ্বারা অযোগ্য ঘোষিত হলেও উর্ধ্বতন পর্যায় থেকে চাপ প্রয়োগ, দরপত্রে উল্লিখিত শর্ত যেমন নিজস্ব মুদ্রণ যন্ত্র, বাঁধাই, লেমিনেটিং ব্যবস্থা, কাটিং যন্ত্র, ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী না থাকা সত্ত্বেও দরপত্রে উল্লেখ করা ও কার্যাদেশ প্রদান উল্লেখযোগ্য। কার্যাদেশ পাওয়ার পর এনসিটিবি'র জ্ঞাতসারে সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ দেওয়া হয়। এছাড়া নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে সিএম লাইসেন্সবিহীন কাগজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদানের অভিযোগ, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্দিষ্ট মানসম্পন্ন কাগজ সরবরাহ না করা, এবং মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ আমলে না নিয়ে কাগজ সরবরাহের জন্য অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

মুদ্রণ অবকাঠামো, কাগজ কেনা, মুদ্রণ কাজ যথাযথভাবে তদারকি না করা এবং অর্থের বিনিময়ে প্রতিবেদনে সন্তোষজনক তথ্য দেওয়া হয়। সর্বোপরি সময়মতো পাঠ্যবই সরবরাহ করা না হলেও সঠিক সময়ে প্রাপ্তি প্রতিবেদন দেওয়া হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ ও প্রভাব

পূর্বের দুটি অধ্যায়ে এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু সমস্যা, দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান বলে দেখা যায়। এসব চ্যালেঞ্জের বেশ কিছু স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব রয়েছে। এ অধ্যায়ে এসব সমস্যা, দুর্নীতি ও অনিয়মের পেছনের কারণ এবং প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৫.১ এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ

৫.১.১ শিক্ষাক্রম উন্মুক্ত না থাকা

এনসিটিবি কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য পাঠ্যক্রমের যে রূপরেখা তৈরি করা হয়, তা সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশিত নয় বা সহজলভ্য নয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিশেষ করে শ্রীলংকা ও ভারতে পাঠ্যক্রমের দিক-নির্দেশনা উন্মুক্ত হলেও বাংলাদেশে এর ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এনসিটিবি'র নিজস্ব ওয়েবসাইটেও এটি উন্মুক্ত না থাকায় শিক্ষাক্রম সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রাপ্তিতে ঘাটতি দেখা যায়। ফলে পাঠ্যবইয়ে কোনো ধরনের পরিবর্তন করা হলে তা কেন করা হলো তা নিয়ে যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা এনসিটিবি দিতে পারে না।

৫.১.২ দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনায় কমিটি গঠন

এনসিটিবি'র শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য গঠিত কমিটির সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয় বলে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এনসিটিবি'র বিভিন্ন কমিটিতে সাধারণত ক্ষমতাসীন দলের মতাদর্শী ব্যক্তিদেরকে সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। শিক্ষাক্রম কমিটি, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম কমিটি, লেখক কমিটিসহ প্রতিটি কমিটি গঠনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিধায় কমিটি গঠনে সরকারের চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়ে থাকে।[৭০] বর্তমান সরকারের শাসনামলে শিক্ষাক্রম কমিটি গঠনের সময় 'বাঙ্গালী জাতিসত্ত্বা'য় বিশ্বাসী এবং 'মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি' কি না তা বিবেচনায় রেখে সদস্য নির্বাচন করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক যিনি বিরোধী একটি দলের অনুগত বলে প্রতীয়মান, তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এনসিটিবি'র বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য নির্বাচন, পাঠ্যবইয়ে লেখা নির্বাচন বা লেখা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান। একদিকে ক্ষমতাসীন দলের মতাদর্শী ধারার লেখা পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তি দেখা যায়, আবার অন্যদিকে বিভিন্ন লেখা সংযোজন-বিয়োজনেও কোনো কোনো বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর চাপ লক্ষ করা যায়।

তথ্যদাতাদের মতে, এনসিটিবি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিভিন্ন কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পছন্দকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। অভিযোগ রয়েছে, বিগত কয়েক বছর পূর্বে পাঠ্যবই সম্পাদনা সম্পর্কে অজ্ঞতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পছন্দের কারণে সদস্য নির্বাচন করা হয়। সদস্য নির্বাচনের যোগ্যতা হিসেবে সরকারের অনুগত কিনা, এনসিসিসি'র অনুগত কিনা এ বিষয়গুলোও প্রাধান্য পেয়ে থাকে। পাঠ্যবইয়ের যৌক্তিক মূল্যায়নে নির্বাচিত শিক্ষক, অভিভাবকগণও শাসক দলের অনুগত কিনা সে বিষয়টি লক্ষ রাখা হয় এবং একই ব্যক্তি বার বার কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

৫.১.৩ বিষয় বিশেষজ্ঞ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

প্রতিটি স্তরের পাঠ্যপুস্তকের জন্য একজন বিষয় বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব পালন করার নিয়ম থাকলেও এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞকে অন্য বিষয়ের দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের প্রভাব ও রাজনৈতিক বিবেচনায় এবং তদবিরের মাধ্যমে শুধুমাত্র ঢাকায় অবস্থানের জন্য বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদেরকে পদায়ন করা হয়। ফলে এই প্রতিষ্ঠানে বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান।

৫.১.৪ লেখকদের অপর্যাপ্ত সম্মানী ও সময়

এনসিটিবি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য লেখকদের এককালীন সম্মানী প্রদান করে। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক রচনা ও পরিমার্জন প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প ৩ এর আওতায় হওয়ায় সম্মানী ও কর্মশালার ব্যয় এ খাত হতে প্রদান করা

[৭০] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ২৯ জানুয়ারি ২০১৭।

হয়। মাধ্যমিক স্তরের একটি বই সম্পাদনার জন্য খরচ ৩০ হাজার টাকা। সম্পাদনার দায়িত্বে যাঁরা থাকেন, তাঁদের মধ্যে এই টাকা ভাগ করে দেওয়া হয়। নব্বইয়ের দশক থেকে এই বিল প্রদান করা হচ্ছে।[৭১]

এনসিটিবিতে লেখক নির্বাচন যে প্রক্রিয়ায় করা হয়, সেখানে লেখক নির্বাচনের পূর্বে তার এনসিটিবির কাজের জন্য সময়, কাজের ইচ্ছা আছে কিনা এ বিষয়ে লিখিত এবং মৌখিক উভয় ক্ষেত্রেই যথেষ্ট যোগাযোগের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। লিখিত কোনো চুক্তি না থাকার ফলে জাতীয় এ বিষয়টি বিধি-বহির্ভূতভাবে কাজ হিসেবে চলছে। যেহেতু লিখিত শর্তাবলী নেই, সেই কারণে কাজের বিনিময়ে যে সম্মানী দেওয়া হয় সেটাও অনেকের কাছে অগ্রহণযোগ্য। সম্পাদনার দায়িত্বে থাকেন কয়েকজন শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও এনসিটিবির একজন কর্মকর্তা। অভিযোগ রয়েছে, এনসিটিবি একটি বই লেখার জন্য লেখকদেরকে সাত থেকে দশদিন সময় দিয়ে থাকে। এত অল্প সময় দেওয়ার ফলে লেখকরা সুচিন্তিতভাবে লেখার সুযোগ পান না। অভিযোগ রয়েছে, একটি বই মুদ্রণের জন্য যে প্রুফকপি তৈরি করা হয়, তার প্রুফ দেখার জন্য সম্পাদকদেরকে তিন থেকে ছয়দিন সময় দেওয়া হয়। ফলে স্বল্প সময়ে একটি বইয়ের প্রুফ দেখা সম্ভব হয় না। তথ্যদাতার মতে, এক্ষেত্রে শুধু বইয়ের প্রচ্ছদ, দাঁড়ি, কমা, পৃষ্ঠা ঠিক আছে কিনা তা দেখা হয়, ভেতরের ভুল-ত্রুটি দেখার সুযোগ থাকে না।

৫.১.৫ সমন্বয়ের ঘাটতি

একটি বই লেখার জন্য লেখক দলে বোর্ডের একজন সদস্য সকল সদস্যের সাথে সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অভিযোগ রয়েছে সমন্বয়কারী দলে সঠিক দায়িত্ব পালন না করা, পাঠ্যক্রমের বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা এবং লিখিত বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে সম্পাদকের সাথে যখন সমন্বয় করা হয়, তখন সঠিক তথ্য দিতে ব্যর্থ হন বলে অভিযোগ রয়েছে। লেখক দল বই রচনা, পরিমার্জন বা সংযোজন করার পর এনসিটিবি'র সম্পাদনা বিভাগে জমা দিয়ে থাকেন। একাধিক তথ্যদাতার মতে সম্পাদক সম্পাদনা করার সময় নিজের মতো করে সম্পাদনা করেন। সম্পাদনার সময় লেখক-সম্পাদক একসাথে বসে লেখার উদ্দেশ্য ও বিষয় সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে সম্পাদনা করার নিয়ম থাকলেও এই কাজটি না করার অভিযোগ রয়েছে। এনসিটিবি'র সমন্বয়কারী সময়ের অভাবে নিজের মতো করে সমন্বয় করেন বলে একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

৫.১.৬ সক্ষমতার ঘাটতি

এনসিটিবিতে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী মোট জনবল ৩১১ জন হলেও কর্মরত আছেন ১৯৬ জন, অর্থাৎ জনবলের ৪১.৫ শতাংশ পদই শূন্য। নিজস্ব বিশেষজ্ঞ ৬৪ জন থাকলেও তদবির ও ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের জন্য বিশেষ করে ঢাকায় অবস্থানের জন্য পাঠ্যবইয়ের শিক্ষাক্রম তৈরি, রচনা, মুদ্রণ বিষয়ের মতো কারিগরি বিষয়ে অনভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রদান করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবলের ঘাটতির ফলে পাঠ্যপুস্তকে বানান ভুল, তথ্যের বিভ্রাটসহ নানা অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এছাড়াও কাগজ ক্রয় ও মুদ্রণ কার্যক্রমে কারিগরি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবল না থাকার ফলে প্রকাশনা কার্যক্রম তদারকি ও কাগজের মান নিয়ন্ত্রণে দক্ষতার ঘাটতি দেখা যায়। এনসিটিবি মুদ্রণ কার্যক্রম তদারকির জন্য তদারকি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদান করলেও এসব প্রতিষ্ঠান তদারকি করার জন্য দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তার ঘাটতি বিদ্যমান। ফলে প্রকাশনার গুণগত মান সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। এনসিটিবি'র নিজস্ব প্রুফরিডার না থাকার কারণে বানান ঠিক করার জন্য প্রতিটি বিষয়ের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজের শিক্ষকগণকে সম্পাদক ও প্রুফ রিডার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

৫.১.৭ দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও অসর্তকতা

দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও অসতর্কতার কারণে পাঠ্যবই মানসম্মত হচ্ছে না এবং বিভিন্ন ভুল থেকে যাচ্ছে। এনসিটিবি'র কর্মরত সম্পাদক দল প্রতিটি বই শ্রেণি অনুযায়ী লেখার ধরন, বানান, দাঁড়ি-কমা, তথ্য যাচাই-বাছাই, বিষয় বস্তুর সাথে যৌক্তিক ছবির ব্যবহার, স্তর অনুযায়ী লেখার ধারাবাহিকতা এবং যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন, এই বিষয়গুলো দেখার কথা থাকলেও ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান শিক্ষা বছরে তৃতীয় শ্রেণির বাংলা বইয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞের দায়িত্বে অবহেলার কারণে কবিতার লাইন বিভ্রাটসহ অন্যান্য তথ্যগত ও বানান ভুল হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও মুদ্রণ চলাকালীন সময়ে মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সার্বক্ষণিক প্রতিনিধি উপস্থিত থাকার নিয়ম থাকলেও অভিযোগ আছে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকে না। ফলে নিম্ন মানের কাগজে মুদ্রণের সুযোগ তৈরি হয়।

৫.১.৮ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সীমাবদ্ধতা

অভিযোগ রয়েছে, এনসিটিবি পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে জড়িত কর্মকর্তাগণকে বছরের পর বছর বইয়ে ভুল করলেও কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পদোন্নতি প্রদান করায় পাঠ্যপুস্তকে ভুলকে কোনো সমস্যাই মনে করেন না। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে তদন্ত কমিটি ভুলের জন্য

[৭১] *প্রথম আলো*, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

এনসিটিবি'র দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করলেও ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে আরো বেশি বইয়ের কাজ তাঁদের দেওয়া হয় বলে তথ্য পাওয়া যায়। ২০১৬ শিক্ষা বছরে শাস্তিপ্রাপ্ত দুজনের মধ্যে একজন ছয়টি বইয়ের এবং অন্যজন নয়টি বইয়ের বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এনসিটিবি'র বর্তমান একজন সদস্য ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে প্রধান সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কিন্তু বইয়ে ভুলের জন্য অন্যদের সঙ্গে তাঁকে দায়ী করা হলেও তিনি প্রধান সম্পাদক থেকে সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম) পদে পদোন্নতি পান বলেও অভিযোগ রয়েছে।[৭২]

এনসিসিসি'র জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। পাঠ্যবই পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংযোজনের দায়িত্ব এনসিসিসি পালন করলেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য দুইটি কমিটির অনুমোদন ছাড়া বর্তমান শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যবইয়ে কোন প্রয়োজনে এবং কোন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনগুলো এসেছে, তার পরিষ্কার ব্যাখার সীমাবদ্ধতা দেখা যায়।

৫.১.৯ প্রভাব খাটিয়ে এনসিটিবিতে বদলি ও অবস্থান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রবিধানমালা, ১৯৯১[৭৩] অনুযায়ী প্রেষণে নিয়োগের শর্ত অনুযায়ী 'প্রেষণের সময়কাল, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া, তিন বৎসরের অধিক হইবে না' উল্লেখ থাকলেও অভিযোগ রয়েছে এনসিটিবিতে অধিকাংশ বিসিএস শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাগণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ ও তদবিরের মাধ্যমে শুধুমাত্র ঢাকায় অবস্থানের জন্য প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে দীর্ঘদিন এনসিটিবিতে কর্মরত থাকছেন। একাধিক তথ্যদাতার মতে, এনসিটিবি একটি 'ডাম্পিং স্টেশন' হিসেবে বিবেচিত। মন্ত্রণালয়ের প্রভাব ও রাজনৈতিক বিবেচনায় এবং তদবিরের মাধ্যমে শুধুমাত্র ঢাকায় অবস্থানের উদ্দেশ্যে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাকদেরকে এনসিটিবিতে পদায়ন করা হয়। একাধিক তথ্যদাতার মতে, বেশ কয়েকজন অধ্যাপক ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের জন্য গবেষক হিসেবে নিচের পদে হলেও কাজ করছেন। ফলে এই প্রতিষ্ঠানে বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। কিন্তু দীর্ঘদিন কর্মরত থাকলেও তারা পেশাগত দক্ষতা অর্জন করেননি। বরং পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আন্তরিকতার ঘাটতি তৈরি হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, এনসিটিবি এখন 'সোনার খনিতে' পরিণত হয়েছে। এখান থেকে কেউ সরতে চান না। ঢাকায় থাকার পাশাপাশি এখানে 'আর্থিক সুবিধাও' অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি। প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকার বই উৎপাদনে কমিশন গ্রহণ ছাড়াও ছয়টি বোনাস পেয়ে থাকেন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত (আংশিক সদস্যদের নাম ও পদবি) ৩৩ জনের মধ্যে ২৫ জন ৫ থেকে ১০ বছর ধরে এবং ৮ জন ১১ থেকে ২০ বছর ধরে কর্মরত থাকলেও পেশাগত দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সারণি ১০: এনসিটিবি'তে ৫ বছর থেকে ২০ বছর ধরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা

কর্মকাল	সংখ্যা
৫ থেকে ১০ বছর	২৫ জন
১১ থেকে ২০ বছর	০৮ জন

৫.১.১০ দরপত্র আহবান প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা

এনসিটিবি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পিপিআর অনুযায়ী উন্মুক্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দরপত্রের আহবান করে। পিপিআর এর শর্ত অনুযায়ী সর্বনিম্ন দরদাতা এবং প্রতিষ্ঠানের কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতার উল্লেখ থাকায় সক্ষম ও যোগ্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। সর্বনিম্ন দরদাতা এবং পূর্ব অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে কিছু কিছু কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে সঠিক কাগজ কালির ব্যবহার না করার ফলে এনসিটিবি কিছু ক্ষেত্রে আর্থিক জরিমানাসহ কালো তালিকাভুক্ত করলেও ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে দরপত্রে অংশগ্রহণ, মুদ্রণ সক্ষমতার অধিক কাজ প্রাপ্তির ফলে নির্ধারিত সময়ে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে না পারা, বাঁধাইয়ে নিম্নমানের সেলাইয়ের কারণে কিছু দিন পর সেলাই খুলে যাওয়া, কাগজ সরবরাহকারী মিল গুলো সময়মতো পর্যাপ্ত কাগজ সরবরাহ না করা এবং তদারকি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি দেখা যায়।

৫.২ সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ

এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার জন্য সুশাসনের যেসব নির্দেশক ব্যবহার করা যেতে পারে সেগুলো হচ্ছে আইনের প্রয়োগ, সক্ষমতা, স্বচ্ছতা ও তথ্যের উন্মুক্ততা, জবাবদিহিতা। এসব নির্দেশকের ভিত্তিতে এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়:

- **আইনের প্রয়োগের** ক্ষেত্রে কমিটি গঠনে এনসিটিবি'র প্রতিবন্ধকতা, প্রকাশনা কার্যক্রমে আইনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা প্রধান প্রতিবন্ধক।

[৭২] *কালের কণ্ঠ*, ১৭ জানুয়ারি ২০১৭।

[৭৩] জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর কর্মচারী প্রবিধানমালা ১৯৯১ এর ১১ দফার ৩ এর ক উপ-প্রবিধানে উল্লিখিত।

- **সক্ষমতার** মধ্যে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও পুস্তক প্রকাশনার জন্য সক্ষম ও কার্যকর কাঠামোর ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে জড়িত অংশীজনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি বিদ্যমান।
- **স্বচ্ছতা ও তথ্যের উন্মুক্ততার** মধ্যে পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে রাজনৈতিক প্রভাব, পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা, পুস্তক প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা এবং পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্যের প্রকাশ অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সম্পর্কে (প্রণয়ন প্রক্রিয়া) প্রয়োজনীয় তথ্য সহজলভ্য নয়, প্রকাশনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে (আর্থিক ব্যয়, প্রকাশনা প্রক্রিয়া) প্রয়োজনীয় তথ্য সহজলভ্য নয়।
- **জবাবদিহিতার** মধ্যে রয়েছে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব, তদারকি ও মান নিয়ন্ত্রণ, এবং সব অংশীজনের জবাবদিহিতা অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন কমিটি গঠনে রাজনৈতিক প্রভাব, শিক্ষাক্রম পরিবর্তন, লেখক-সম্পাদকের অজ্ঞাতে পাঠ্যবই পরিবর্তন, বিভিন্ন রাজনৈতিক সুপারিশ বাস্তবায়ন ও পাঠ্যবইয়ে ভুলের জন্য জবাবদিহিতার ঘাটতি, প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় তদারকি ও মান নিয়ন্ত্রণে ঘাটতি, এবং সব অংশীজনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করা উল্লেখযোগ্য সুশাসনেরর ঘাটতি।

৫.৩ পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সুশাসনের ঘাটতির প্রভাব

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় সুশাসনের ঘাটতি রয়েছে যার পেছনে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রক্রিয়াগত বেশ কিছু কারণ বিদ্যমান। এর ফলে নিচের প্রভাবগুলো চিহ্নিত করা যায়।

৫.৩.১ এনসিটিবিতে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে রাজনৈতিক ও দলীয় প্রভাব ও প্রকাশনা ব্যবস্থায় দুর্বল তদারকি ব্যবস্থা ও জবাবদিহিতার ঘাটতির কারণে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালনায় অনিয়ম-দুর্নীতির আধিপত্য বিস্তার লক্ষ করা যায়। যেমন, বিভিন্ন কমিটি গঠনে রাজনৈতিক প্রভাব, কমদক্ষ লেখক নির্বাচন, লেখা নির্বাচন ও শব্দ চয়নে রাজনৈতিক প্রভাব, অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখা পরিবর্তন, প্রাক্কলিত দর মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দেওয়া, বিধি-বহির্ভূত সম্মানী গ্রহণ, মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে অনিয়ম ইত্যাদি।

৫.৩.২ শিক্ষাক্রমের দলীয়করণ

শিক্ষাক্রমে দলীয়করণের প্রভাব লক্ষণীয়। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষাক্রমেও পরিবর্তন আনা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা দলের মনোভাব ও চেতনার সাথে মিলিয়ে তৈরি করা হয়, যা শিক্ষাক্রমকে বিতর্কিত করে থাকে।

৫.৩.৩ শিশুদের শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের ঝুঁকি সৃষ্টি

পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে আদর্শগত অবক্ষয়ের সম্ভাবনা তৈরি হবে এবং সমাজে অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, মাদ্রাসার ইংরেজি পাঠ্যবই থেকে হিন্দু, খ্রিষ্টান বা বিদেশি বলে মনে হওয়া নাম বাদ দেওয়া, মাদ্রাসার পাঠ্য বইয়ের প্রসঙ্গ কথায় এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান যিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী তার নাম উহ্য রাখা, প্রগতিশীল লেখক রণেশ দাশগুপ্তের লেখা 'মাল্যদান' রচনাটি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বধ্যভূমি নিয়ে রচিত তা বাদ দেওয়া, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হুমায়ুন আজাদের 'বই' কবিতা 'ধর্মগ্রন্থকে কটাক্ষ করে লেখা' এই অজুহাতে পাঠ্যবই হতে বাদ দেওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৭৪]

৫.৪ উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির পেছনে যেসব কারণ বিদ্যমান তার মধ্যে শিক্ষাক্রম উন্মুক্ত না থাকা, মতাদর্শগত/ দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব, কমিটির সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা, বিষয় বিশেষজ্ঞ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা, লেখকদের অপর্যাপ্ত সম্মানী ও সময়, সমন্বয়ের ঘাটতি, এনসিটিবি'র জনবল ও দক্ষতা সংক্রান্ত সক্ষমতার ঘাটতি, সম্পাদনা ও তদারকির ক্ষেত্রে দায়িত্বে অবহেলা, পরিদর্শন ও তদারকিতে ঘাটতি, এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ঘাটতি উল্লেখযোগ্য। এসব কারণে দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনায় বিভিন্ন কমিটির সদস্য নির্বাচন, অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখা নির্বাচন, পাঠ্যবইয়ে তথ্যগত ও বানান ভুল, মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ও তদারকি প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে অনিয়ম ও দুর্নীতি, কাগজ ক্রয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি, মানহীন কাগজে পাঠ্যবই মুদ্রণ, সময়মতো পাঠ্যবই সরবরাহ না করা, এবং "সম্মানী"র নামে বিধি-বহির্ভূতভাবে অর্থ গ্রহণ করা হচ্ছে। পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতির ফলে এনসিটিবিতে অনিয়ম-দুর্নীতির আধিপত্য তৈরি হচ্ছে, শিক্ষাক্রমের দলীয়করণ হচ্ছে, পাঠ্যবইয়ের গুণগত মান হ্রাস পাচ্ছে এবং সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে।

[৭৪] *ই প্রথম আলো*, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশ

৬.১ উপসংহার

এনসিটিবি'র মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে এনসিটিবি'র কার্যক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান, যার প্রতিফলন বিভিন্ন কমিটি গঠন থেকে শুরু করে পাঠ্যবইয়ে লেখা নির্বাচনের মতো বিষয় পর্যন্ত বিস্তৃত। এর ফলে কার্যত এনসিটিবি তার কার্যক্রমের জন্য সরকারের ওপর নির্ভরশীল। দেখা যাচ্ছে এনসিটিবি'র পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ, যথাযথ নয় এবং দলীয় রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রভাব বিদ্যমান। গবেষণায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় লক্ষ করা যায় তা হলো পাঠ্যবই লেখার মতো 'টেকনিক্যাল' বিষয়কে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না; অনেকক্ষেত্রে প্রকৃত বিশেষজ্ঞদের এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

সক্ষমতা ও পেশাগত দক্ষতার ঘাটতির কারণে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক বই বছরের প্রথমদিন সারাদেশের ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার বড় চ্যালেঞ্জ এনসিটিবি'কে মোকাবেলা করতে হয়। এনসিটিবিতে বিশেষজ্ঞ ও জনবলের ঘাটতির সাথে সাথে কারিগরি দক্ষতার ঘাটতিও রয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়-এনসিটিবি ও লেখক-সম্পাদক সমন্বয়ে ঘাটতি রয়েছে। পরিদর্শন ও তদারকিতে ঘাটতির কারণে সময়মতো পাঠ্যবই সরবরাহ করা হয় না, এবং মানসম্মত বই সরবরাহ করা হয় না বলে গবেষণায় লক্ষ করা যায়।

অপরদিকে পাঠ্যবই প্রকাশনা প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান। এনসিটিবি বিভিন্ন রকম প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে দায়িত্ব পালন করার কারণে প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে না। একইভাবে এনসিটিবি কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে না পারায় তারা বিভিন্ন রকম অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পরছে। সর্বোপরি এনসিটিবি প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হচ্ছে। নিম্নে এনসিটিবি'র পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতার চিত্র এবং এর ফলাফল ও প্রভাবের একটি সার্বিক চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১১: একনজরে এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
▪ শিক্ষাক্রম উন্মুক্ত না থাকা ▪ বিভিন্ন কমিটির সদস্য নির্বাচনে মতাদর্শগত/ দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনা ▪ লেখকদের অপর্যাপ্ত সম্মানী ও সময় ▪ লেখক-সম্পাদক সমন্বয়ের ঘাটতি ▪ সক্ষমতার ঘাটতি - জনবল, দক্ষতা ▪ সম্পাদনা, পরিদর্শন ও তদারকিতে অবহেলা ▪ জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ঘাটতি	▪ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ নিয়োগ না দেওয়া ▪ অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখা নির্বাচন ▪ কাগজ ক্রয়, মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ও তদারকি প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে অনিয়ম ও দুর্নীতি ▪ পাঠ্যবইয়ের গুণগত মান হ্রাস (মানহীন কাগজ, তথ্যগত ও বানান ভুল) ▪ সময়মতো পাঠ্যবই সরবরাহ করায় ঘাটতি	▪ এনসিটিবিতে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ▪ শিশুদের শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস ▪ সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের ঝুঁকি সৃষ্টি

৬.২ সুপারিশ

এই গবেষণার আলোকে এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রস্তাব করা হচ্ছে:

আইনি ও নীতি সংস্কার

১. এনসিটিবি'কে স্বাধীন কমিশন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা পাঠ্যবই রচনা, সংকলন, সম্পাদনা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে নীতি প্রণয়নে কাজ করবে।

২. উক্ত কমিশন গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে, যারা তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে এই কমিশনের গঠনের বিষয়ে সুপারিশ করবেন।

৩. স্বাধীন কমিশন গঠন হওয়ার আগ পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩ সংশোধন করতে হবে যেখানে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:

- এনসিটিবি'র কার্যক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব হ্রাস করতে হবে;
- এনসিসিসি ও কারিকুলাম কমিটির গঠন, মেয়াদ, কার্যক্রম, যোগ্যতা সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- সিলেবাস ও টেক্সট বুক কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা ও মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে;
- পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ বিষয়ক দিক-নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৪. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩-এর বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৫. শিক্ষাক্রম ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সংক্রান্ত সুপারিশ

৬. বর্তমান পাঠ্যক্রম প্রকাশ/ উন্মুক্ত করতে হবে ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে

৭. শিক্ষা বিষয়ক ও শিক্ষাক্রমের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের এনসিটিবি'র বোর্ডে (বিশেষকরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য) সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে।

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুযায়ী এনসিটিবি'র কর্মীদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে, এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৯. বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে যথাযথ যোগ্য ব্যক্তিদের এনসিটিবিতে পদায়ন করতে হবে।

১০. সব তদন্ত প্রতিবেদন (প্রণয়ন ও প্রকাশনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা সংক্রান্ত সুপারিশ

১১. প্রতিটি পাঠ্যবইয়ের জন্য সম্পাদক, সংকলক ও লেখকের সাথে এনসিটিবি'র চুক্তির প্রবর্তন করতে হবে। চুক্তিতে কর্মপরিধি, সম্মানীর পরিমাণ, কাজের মেয়াদ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

১২. পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিষেশজ্ঞ এবং পাঠ্যবই লেখায় দক্ষতাসম্পন্ন লেখকদের নিয়োগ দিতে হবে।

১৩. পাঠ্যবইয়ের লেখকদের সম্মানী সুনির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে।

১৪. পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনার প্রত্যেক ধাপ যথাযথভাবে নথিভুক্ত করতে হবে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করতে হবে।

১৫. পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য ই-টেন্ডারিং প্রচলন করতে হবে।

১৬. মুদ্রণ তদারকির সাথে জড়িত এনসিটিবি'র কর্মকর্তাদের কারিগরি দক্ষতা বাড়াতে হবে।

তথ্যসূত্র

৯ম জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র দ্বিতীয় রিপোর্ট, অক্টোবর ২০১৩।

এনসিটিবি, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী)।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর কর্মচারী প্রবিধানমালা ১৯৯১।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০।

পরিকল্পনা কমিশন, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর ২০১২।

পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মে ২০১৩।

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি ২০০৮।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২), উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টার, ঢাকা।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪।

মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সুপারিশ নং ২, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর ২০১২।

শিক্ষা আইন, ২০১৬ (খসড়া)।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১৩, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র, ১৯৪৮।

Planning Commission, Perspective Plan of Bangladesh (2010-2012): Making Vision 2021 A Reality, General Economics Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, April 2012.

United Nations, The Millennium Development Goals Report (2015).

পরিশিষ্ট ১: জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) সদস্য (প্রাথমিক)

পদবি	মন্ত্রণালয়
অতিরিক্ত সচিব (সভাপতি)	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
মহাপরিচালক	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
পরিচালক (মাধ্যমিক)	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
সাবেক চেয়ারম্যান (এনসিটিবি)	এনসিটিবি
যুগ্ম সচিব	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
উপপরিচালক	প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি
চেয়ারম্যান	মাদ্রাসা বোর্ড
সদস্য (প্রাথমিক)	এনসিটিবি
উপসচিব	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
পরিচালক	নায়েম
সভাপিতি	শিশু একাডেমি
সাবেক চেয়ারম্যান	এনসিটিবি
শিক্ষক	ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়
উপাচার্য	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়
ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ	এনসিটিবি
বিশেষজ্ঞ (২)	এনসিটিবি
গবেষণা কর্মকর্তা	এনসিটিবি
সংযুক্ত কর্মকর্তা	এনসিটিবি

পরিশিষ্ট ২: জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) সদস্য (মাধ্যমিক)

পদবি	**মন্ত্রণালয়**
সচিব (সভাপতি)	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অতিরিক্ত সচিব	মাধ্যমিক
অতিরিক্ত সচিব	কারিগরি
অতিরিক্ত সচিব	মাদরাসা
যুগ্ম সচিব	কলেজ
যুগ্ম সচিব	মাধ্যমিক-১
যুগ্ম সচিব	মাধ্যমিক-২
মহাপরিচালক	মাউশি
মহাপরিচালক	নায়েম
মহপরিচালক	কারিগরি
মহাপরিচালক	মাদ্রাসা
পরিচালক	আইইআর
চেয়ারম্যান	এনসিটিবি
চেয়ারম্যান	ঢাকা শিক্ষা বোর্ড
চেয়ারম্যান	কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
চেয়ারম্যান	মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড
সদস্য, কারিকুলাম (মাধ্যমিক)	এনসিটিবি
শিক্ষাবিদ (৫)	
পরিচালক (এসইএসইপি)	

পরিশিষ্ট ৩: এনসিটিবি কর্তৃক নির্বাচিত বিষয় বিশেষজ্ঞ (প্রাপ্ত আংশিক তথ্য)

বিশেষজ্ঞ (জন)	স্তর	নির্বাচিত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ
দর্শন (৭)	তৃতীয় শ্রেণি, সপ্তম শ্রেণি, অষ্টম, ষষ্ঠ শ্রেণি	ইংরেজি, হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এবং ইবতেদায়ির তৃতীয় শ্রেণির ইংরেজি৷ গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, আনন্দ পাঠ এবং গার্হস্থ্য বিজ্ঞান
প্রাণিবিদ্যা (৪)	পঞ্চম শ্রেণি, ষষ্ঠ শ্রেণি, চতুর্থ শ্রেণি, চতুর্থ শ্রেণি	খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান, গণিত, বিজ্ঞান
ইতিহাস (৪)	অষ্টম ও নবম শ্রেণি, তৃতীয় ও পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি	বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, সংগীত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, খ্রিস্টান ও নৈতিক শিক্ষা এবং সংগীত
অর্থনীতি (৩)	তৃতীয় শ্রেণি, সপ্তম ও অষ্টম, সপ্তম শ্রেণি,	বাংলা, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং খ্রিস্টধর্ম, কৃষিশিক্ষা
রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৩)	অষ্টম শ্রেণি, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি, অষ্টম শ্রেণি	শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং আনন্দপাঠ, পালি, বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়,
সমাজবিজ্ঞান (৩)	ষষ্ঠ শ্রেণি, সপ্তম শ্রেণি, অষ্টম শ্রেণি	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি
ব্যবস্থাপনা (২)	চতুর্থ শ্রেণি, অষ্টম ও নবম শ্রেণি	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, পালি এবং ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং
উদ্ভিদবিজ্ঞান (২)	নবম শ্রেণি, তথ্য পাওয়া যায় নি	শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা,
হিসাববিজ্ঞান (১)	প্রথম ও চতুর্থ শ্রেণি	গণিত, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা
রসায়ন (১)	পঞ্চম শ্রেণি	হিন্দু ও নৈতিক শিক্ষা
সমাজকল্যাণ (১)	নবম	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
পদার্থবিজ্ঞান (১)	ষষ্ঠ শ্রেণি ও সপ্তম শ্রেণি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান
বাংলা (১)	বাংলা (সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ)	তথ্য পাওয়া যায় নি

তথ্যসূত্র: ভোরের কাগজ, ১৯.০১.১৭, মানব জমিন, ০৫.০৩.১৭।

পরিশিষ্ট ৪: ভুলের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

মূল কবিতা বিকৃতি (তৃতীয় শ্রেণির বাংলা - কুসুম কুমারী দাস-এর 'আদর্শ ছেলে')

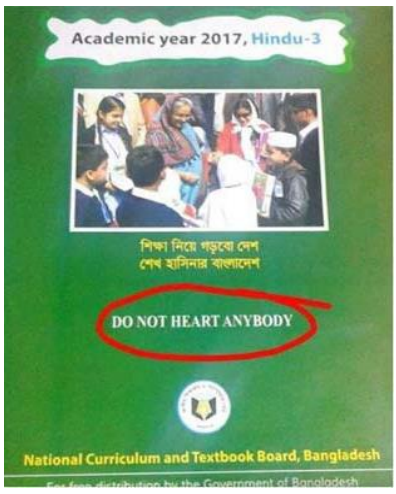

বানান ভুল (তৃতীয় শ্রেণির হিন্দু শিক্ষা)

ছবির সাথে বিষয়বস্তুর সম্পর্ক না থাকা (যেমন প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ের ১১ পৃষ্ঠায় একটি ছাগলকে আম গাছে উঠানো)